CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-183 ■ 3 April, 2026 ■ আগরতলা ৩ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১৯ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

থানসা, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, পুইলা জাতি নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে মথা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। থানসা, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, পুইলা জাতি ইত্যাদি ইস্যুতে মথাকে ফের একবার কঠোর ভাষায় বিধলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বললেন, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে জিত হাসিল করার পার্টি এই তিপ্রা মথা। মিথ্যে বলে তারা শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এবার এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হলে জনজাতিদের সত্যিকারের উন্নয়ন হবে। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ নতুনবাজার-মালবাসা নির্বাচনী কেন্দ্রের কুঞ্জরাম পাড়া পাহাড়পুরে আয়োজিত এক যোগদান সভায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজকাল আমরা দেখছি যে মথা খুবই লাফাচ্ছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। কখন কি বলবে কোন ঠিক থাকে না। এতদিন ধরে তারা ভেবেছিল যে আমরাই আমরা। এডিসি আমরাই নিয়ন্ত্রণ করবো, আমরা যা বলবো তাই হবে। কিন্তু এবার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি আপনাদের একটা কথাই বলতে চাই আমরা এই আঞ্চলিক পার্টির সঙ্গে চলার চেষ্টা করেছিলাম। অনেকবার কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু তারা কথা বলে একটা, করে আরেকটা। একইভাবে তারাও চাইছে কমিউনিস্টদের কায়দায় এডিসি এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আমরা নিজেদের মতো লড়াই করার উদ্যোগ নিয়েছি।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা নিশ্চিত যে এবার এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন হবে। এডিসিতে ২৮টি আসন নিয়ে আমরা সরকার গঠন করলে সেখানে জনজাতিদের জন্য সত্যিকারের উন্নয়ন আপনারা দেখতে পাবেন। মথার পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মহাধুমধামে পালিত হনুমান জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। সারা রাজ্যে মহাধুমধামে পালিত হয়েছে হনুমান জয়ন্তী। প্রতি বছরের মতো এবছরও বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পবিত্র উৎসব।

উল্লেখ্য, শাস্ত্র মতে ভগবান হনুমান শিবের অবতার এবং অঞ্জনী-পুত্র হিসেবে পরিচিত। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত এই উৎসব ভক্তি, শক্তি, সাহস এবং ভগবান রামের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পবিত্র দিনে ভক্তরা অশুভ শক্তি থেকে সুরক্ষা এবং জীবনে সাহস ও শক্তি লাভের আশায় হনুমানজির পূজা ও উপবাস পালন করছেন। বিশ্বাস করা হয়, হনুমানের আরাধনা জীবনের ভয়, বাধা এবং নেতিবাচক শক্তি দূর করতে সহায়ক। অনেক ভক্ত শনি গ্রহের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পেতে এই দিনে হনুমান চালিশা পাঠ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস, ভগবান হনুমানের আশীর্বাদে জীবনে শক্তি, সাহস এবং সংকটমোচনের পথ সুগম হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতি বছর রাজ্যজুড়ে ভক্তিভরে পালিত হয় হনুমান জয়ন্তী।

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। পূজা-অর্চনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করছেন ভক্তরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ রোধে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ জানাতে তিন মাস সময়সীমা বেঁধে দিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ রোধে রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী তিন মাসের মধ্যে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তিপরা মথা দলের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার দায়ের করা রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

জানা গেছে, তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সহ আরও দু'জন ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত একটি মামলা উচ্চ আদালতে দায়ের করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে আদালত রাজ্য সরকারের কাছে স্পষ্ট জবাব চেয়ে জানায়, কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ, আটক এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তিন মাসের মধ্যে পেশ করতে হবে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রবেশ রোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক অভিযান চালানো হলেও ত্রিপুরায় সেই উদ্যোগ এখনও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করা হলেও সন্তোষজনক ফল না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মামলার আইনজীবীর দাবি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করেনি। এমনকি অনুপ্রবেশ রোধে একাধিক কমিটি গঠন করা হলেও তাদের রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে, যা দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তিপ্রা মথাকে হারানো সম্ভব নয়: জোর গলায় দাবি প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে। ১৪ বোধজংনগর—ওয়াকিনগর কেন্দ্রের তিপ্রা মথা মনোনীত প্রার্থী রুনিয়েল দেববর্মা ভিসি স্তরে শক্তি প্রদর্শন করে নিজের অবস্থান আরও জোরালো করেছেন।

প্রচারে দিন দিন সমর্থন বাড়ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রুনিয়েল দেববর্মা বলেন, তিপ্রা মথা দল ভিসি স্তরে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, এডিসিতে বিরোধী দল বিজেপি ঠিকভাবে সভা করতে পারছে না। পাশাপাশি, বড় দল বলে পরিচিত অন্যান্য দলগুলিও এবার ছোট দলের কাছে পরাজিত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। রুনিয়েল দেববর্মা জোর গলায় বলেন, "এডিসিতে তিপ্রা মথাকে কোনও শক্তি হারাতে পারবে না, থানসাকেও কোনও শক্তি হারাতে পারবে না।" তার এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

আগরতলা রেল স্টেশনে এসকফ সহ যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।।: আগরতলা রেল স্টেশন এলাকায় নেশাজাতীয় এসকফ কফ সিরাপসহ এক যুবককে আটক করেছে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। গতকাল সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ স্টেশন সংলগ্ন 'পে অ্যান্ড ইউজ' টয়লেটের পার্কিং এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক যুবকের নাম ভগরং কুমার (২২)। তার বাড়ি বিহারের বারহামপুর, পোস্ট অফিস সায়েস্তাপুর, থানা রঘুপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইভিএম ব্যবহারে অনাস্থা জানিয়ে ব্যালটে ভোটগ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। ইভিএম ব্যবহারে অনাস্থা জানিয়ে ব্যালটে ভোটগ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন চৌধুরী একাধিক অভিযোগ তুলে রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে সরকারি প্রশাসনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং টাকার অপব্যবহার হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ধর্মনগর উপনির্বাচন ও ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তিনি দাবি করেন, ভিভিপ্যাট-সহ পর্যাপ্ত ইভিএম রাজ্যে মজুত থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ থেকে অতিরিক্ত ইভিএম আনা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং ওয়েবকাস্টিং চালুর দাবি জানানো হলেও তা উপেক্ষা করা হয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও হইচইয়ের সৃষ্টি হয়, কিন্তু কোনো সমাধান মেলেনি। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিজেপির "অস্বচ্ছ সম্পর্ক" নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি।

অন্যদিকে, প্রশান্ত সেন চৌধুরী অভিযোগ করেন, নির্বাচন ঘোষণার আগে কোনো সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়নি।

পরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জানা যায়, ভিভিপ্যাট ছাড়াই ইভিএমে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সিসিটিভি নজরদারি ও স্বচ্ছ ভোটপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে একাধিক দাবি নির্বাচন কমিশনের কাছে জানানো হয়েছে।

নয় বছরের শিশু কন্যাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ এপ্রিল ।। নয় বছরের এক শিশু কন্যাকে বাড়ি থেকে পাশের জঙ্গলে তোলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করার সময় গ্রামবাসীরা ৩০ বছরের এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তোলে দেয়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনা উনকোটি জেলায়। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ভগবাননগর এলাকায় নয় বছরের এক শিশু কন্যাকে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় একই এলাকার রহিম আলী(কল্পিত নাম) নামে এক ৩০ বছরের ব্যক্তি। তাকে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ওই শিশুটি চিৎকার চেচামেচি শুরু করলে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে হাতেনাতে ধরে ফেলে রহিম আলী(কল্পিত নাম) নামে ওই যুবককে।

ঘটনার সময় শিশুর মা, বাবা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। শিশুর মা এবং বাবা দুইজনই ইট ভাট্টার শ্রমিক। প্রতিদিন সকালে তার মা এবং বাবা কাজের জন্য ইট ভাট্টায় চলে যান এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও শিশুটির মা এবং বাবা ইট ভাট্টায় সকালে চলে যাবার পর অভিযুক্ত বাড়িতে এসে জোর করে শিশুটিকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে শিশুটির মা এবং বাবাকে খবর দেওয়ার পর ঘটনাস্থলে মা এবং বাবা আসার পর কৈলাসহর মহিলা থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রহিম আলীকে (কল্পিত নাম) গ্রেফতার করে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

নয় বছরের কন্যার মা লিখিত অভিযোগ ওসি-এর নিকট জমা দেওয়ার সময় ওসি স্বর্না দেববর্মা জানান যে, পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা নেবে। কিন্তু নয় বছরের কন্যার মা তাতে রাজি ছিলেন না।

পরবর্তী সময়ে নয় বছরের কন্যার মা সংবাদ মাধ্যমের দারস্থ হলে ওসি স্বর্না দেববর্মা নয় বছরের কন্যার এবং মায়ের জবানবন্দী নিয়ে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেডিকেল করিয়ে আদালতে প্রেরণ করে।

সবকিছু মিলে দিনমজুর পরিবারের নয় বছরের কন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

পড়াশোনার জন্য বকুনি, অভিমানী ছাত্রী আত্মঘাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। পড়াশোনা নিয়ে অভিভাবকদের বকুনিতে অভিমান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রী। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পূর্ব চাম্পামুড়া এলাকায়।

মৃত ছাত্রীর নাম রুমি দাস। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পড়াশোনা নিয়ে তাকে মা-বাবা বকাঝকা করেছিলেন। সেই ঘটনায় অপমান ও অভিমানে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে।

দিনের বেলায় ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে তার দাদু তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি নিচে নামান। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। জানা গেছে, ঘটনার সময় তার বাবা বাড়ির বাইরে কাজে গিয়েছিলেন।

রুমি দাস রানিরবাজার এলাকার এক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিল বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচন

বিজেপিকে নিশানা সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ এপ্রিল ।। ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে এক শক্তিশালী নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হলো ধর্মনগরের দীনানাথ বিদ্যামন্দির মাঠে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও ধ্বংসের রাজনীতি-র বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নাগরিক নিরাপত্তা ও জীবন-জীবিকার প্রশ্নে সংগ্রাম জোরদার করার ডাক দেওয়া হয় এই সভা থেকে।

বিকেল তিনটায় শুরু হওয়া জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, প্রার্থী অমিতাভ দত্ত, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা কৃষ্ণা রক্ষিতসহ একাধিক শীর্ষ নেতা ও কর্মী-সমর্থকরা। সভায় পুরনো ও অভিজ্ঞ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ো প্রচার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ এপ্রিল ।। আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর সমর্থনে মঙ্গলবার ধর্মনগর মন্ডলের অন্তর্গত মন্ডপ পাড়া ৪৯ নং বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের বিজেপি সরকারের জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে মানুষ এখন সচেতন এবং সেই কারণেই তারা দলের প্রতি আস্থা রাখছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, ধর্মনগর কেন্দ্রে একজন যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে বিজেপি। ফলে আসন্ন উপ-নির্বাচনে দলের জয় নিশ্চিত বলেই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত হয়ে বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবেন বলেও আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

খোয়াইয়ে নির্বাচন ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা বৈঠক

নিরাপত্তার আশ্বাস ডিজিপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ এপ্রিল ।। আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াই জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টায় খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক অনুরাগ ধনকর। এছাড়াও খোয়াই ও ধলাই জেলার পুলিশ সুপারসহ পুলিশের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

আসন্ন ১২ এপ্রিলের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক জানান, নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ বাহিনী এবং টিএসআর মোতায়েন করা হবে। তিনি আরও আশ্বস্ত করেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ধরনের ঘাটতি থাকবে না এবং প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট অটোচালক পরে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে এক বৃদ্ধা মহিলার গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দেয় এক ব্যাটারিচালিত অটোচালক। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২০ মার্চ। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর অবশেষে অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে চরিলাম অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের সদস্যরা।

জানা যায়, ওইদিন এক বৃদ্ধা মহিলা গ্যাস এজেন্সি থেকে সিলিন্ডার নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য একটি ব্যাটারিচালিত অটো ভাড়া করেন। অটোচালক সিলিন্ডারটি তার গাড়িতে তোলে এবং মহিলার কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বইও নিয়ে নেয়। এরপর ওই মহিলা অন্য একটি জিনিস আনতে গেলে সুযোগ বুঝে অটোচালক সিলিন্ডারসহ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০১৮ সালের আগে ত্রিপুরার জনজাতিকে সম্মান দেওয়া হয়নি ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে শাসন করা পূর্ববর্তী সরকারগুলো কখনো জনজাতি সম্প্রদায়কে যথাযথ সম্মান দেয়নি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সিপিআইএম ও কংগ্রেস কখনো জনজাতি মানুষের কল্যাণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আজ বোধজংনগর-ওয়াকিনগর কেন্দ্রের বড়কাঁঠাল এলাকায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রণবীর দেববর্মার সমর্থনে বরকাঠাল এলাকায় এক উঠানসভা অনুষ্ঠিত হয়ে , বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন। উক্ত উঠান সভায় মন্ত্রীর হাত ধরে ৬ পরিবারের ২০ জন ভোটার তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে দলে যোগদান করেন।

পরবর্তীতে মন্ত্রী বলেন প্রত্যেকবার ভোট আসে হোক তা বিধানসভা, পঞ্চায়েত বা এডিসি , বিজেপি এখন রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে, আর তিপ্রা মথা ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদে ক্ষমতায় আছে। সিপিআইএম ও

কংগ্রেস রাজ্য শাসন করলেও তারা জনজাতিরদের জন্য কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপি যখন রাজ্য ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে, তখনই দেখা যায় বাস্তব পরিবর্তন এবং উন্নয়ন হয়েছে।

তিনি আরও জানান বড়কাঁঠালএ ৩৮৪টি পরিবার রয়েছে; এর মধ্যে পূর্ববর্তী সরকারগুলো মাত্র ৩৮টি পরিবারকে ঘর দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপির ৭.৫ বছরের সময়ে ২৪৭টি ঘর দেওয়া হয়েছে এবং আরও ঘরের অনুমোদন হয়েছে। আপনাদের বুঝতে হবে আসলেই কে জনজাতিদের কে ভালোবাসে এবং তাদের জন্য কাজ করে। এই তথ্যই প্রমাণ করে, বিজেপি জনজাতির জন্য কাজ করে।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রত্যেকের জন্য ঘর দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন, কাউকেও বাদ না রেখে। তিনি বলেন কেন আগে বড়কাঁঠাল জলের সংযোগ ছিল না, কিন্তু এখন অধিকাংশ পরিবারের আছে? আপনাদের সিপিআইএমকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে রাজ্যে পৌঁছল ইভিএম, জেলায় জেলায় পাঠানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ(এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে ইভিএম। আগামী ১২ এপ্রিল এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 03-04-2026, 00:58

জাগরণ আগরতলা,৩ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১৯ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ম্যাচে ধর্মবিদ্বেষী স্লোগান

স্পেন এবং মিশরের মধ্যকার ম্যাচে ধর্মবিদ্বেষী স্লোগান দেওয়ার ঘটনাটি ফুটবল বিশ্বে বেশ শোরগোল তৈরি করিয়াছে। বর্ণবাদ এবং ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ফিফার 'জিরো টলারেন্স' নীতি থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনা ফুটবলারদের নিরাপত্তা ও মানসিক অবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলিয়াছে। স্পেনের তরুণ সেনসেশন লামিন ইয়ামাল এই ঘটনায় সরাসরি নিগৃহীত হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তিনি মাঠেই তাঁহার অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে।স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানাইয়াছেন। তিনি সাফ জানাইয়া দিয়াছেন যে, খেলাধুলার মাঠে কোনো ধরনের বিদ্বেষ বা বৈষম্যের জায়গা নাই এবং এটি দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।যেহেতু ম্যাচটি বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (বা বার্সেলোনা সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট ছিল), তাই স্থানীয় পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখিতেছে। একই সাথে ফিফা ঘটনার ভিডিও ফুটেজ এবং ম্যাচ রেফারির রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেছে যাহাতে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।ফুটবলে জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়, তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভিনিসিউস জুনিয়র বা ইয়ামালের মতো তরুণ তারকাদের টার্গেট করা ফুটবলারদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব ফেলিয়াছে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে গত মঙ্গলবার মিশরের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলে স্পেন। ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়। সেই ফলাফলকে ছাপাইয়া আলোচনার কেন্দ্রে একটি বিতর্ক। দর্শকদের একাংশ মুসলিমবিরোধী স্লোগান দেন। তাহাতে ক্ষুব্ধ স্পেনের লামিনে ইয়ামাল। ঘটনার তদন্ত শুরু করিয়াছে বার্সেলোনা পুলিশ। শুধু ইয়ামালই নন, মিশরের অধিকাংশ ফুটবলারও মুসলিম ধর্মাবলম্বী। ম্যাচের প্রথমার্ধে দর্শকদের একাংশ মুসলিমবিরোধী স্লোগান দেন। কোনও ফুটবলারকে লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করা না হইলেও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন স্পেনের তরুণ ফুটবলার। সমাজমাধ্যমে ইয়ামাল বিষয়টিকে 'অসম্মানজনক এবং অসহনীয়' বলি আ মন্তব্য করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি জানি, স্টেডিয়ামে যে ধরনের মন্তব্য করা হইয়াছে, সেগুলো প্রতিপক্ষ দলকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলা হয়নি। তা-ও বলিব এই ধরনের ঘটনা অসম্মানজনক এবং সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "জানি, সব সমর্থক অসহিষ্ণু নন। যাঁরা এ সব করেন তাঁহাদের বলিব, স্টেডিয়ামে আসুন ফুটবল উপভোগ করুন। প্রিয় দলকে সমর্থন করুন। কিন্তু ভাবাবেগ বা পরিচয়কে আঘাত করিয়া এমন কোনও মন্তব্য করিবেন না। এই ধরনের আচরণ অজ্ঞতা থেকে আসে। বর্ণবিদ্বেষীও বটে।"স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পোদ্রো সাঞ্চেজও বিরক্ত। তিনি সমাজমাধ্যমে ঘটনার নিন্দা করিয়াছেন। স্পেনের আইনমন্ত্রী বলিয়াছেন, "এই ধরনের ঘটনা দেশকে লজ্জায় ফেলে। এগুলো একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মনে হইয়াছে, সব কিছু পরিকল্পনা করিয়াই করা হইয়াছে। যাঁহারা এ সব করিয়াছেন, তাঁহারা ঘৃণা ছড়াইতেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের খেলার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।" ঘটনাটি হালকা ভাবে নেয়নি বার্সেলোনা পুলিশও। তদন্তকারীরা টেলিভিশনের ফুটেজ এবং বিভিন্ন রিপোর্ট খতিয়ে দেখিয়াছেন। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হইবে দোষীদের বিরুদ্ধে। ক্ষুব্ধ ফিফাও। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থাও আলাদা তদন্ত করিতেছে। এই ঘটনায় শাস্তি হইতে পারে স্পেনের।

বঙ্গ: বিধানসভা ভোটের দায়িত্ব থেকে এসএসসি কর্মীদের ছাড় দিল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বার্থে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর আধিকারিকদের বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালে প্রায় ২৬ হাজার এসএসসি চাকরি বাতিলের পর নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন রাখতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন বিচারপতি।

গত ১ মার্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রায় ২৪ জন আধিকারিককে পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। এরপরই গত ২৫ মার্চ বিষয়টি নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।

এসএসসি-র আইনজীবী আদালতে জানান, সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে মোট ৩৫ জন কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সামলাচ্ছেন। এর মধ্যে ২৪ জনকে নির্বাচনী দায়িত্বে পাঠানো হলে কার্যত মাত্র ১১ জন কর্মী দিয়ে পুরো প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়।

এসএসসি আরও দাবি করে, তারা একটি স্বশাসিত সংস্থা। তাদের কর্মীদের নির্বাচনী কাজে সরানো হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টকে জানায়, পোলিং ডিউটিতে নিয়োজিত ২৪ জন এসএসসি আধিকারিককে ইতিমধ্যেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসকও ১ এপ্রিল এই বিষয়ে অবহিত করেন। এরপরই আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করে।

উল্লেখ্য, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট প্রায় ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল করে। একই সঙ্গে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপিকে তোপ অভিষেকের, 'তৃণমূলের ছেঁটে ফেলা নেতারাই এখন ওদের সম্পদ'

কলকাতা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার তালডাংরায় নির্বাচনী সভা থেকে তিনি বিজেপি প্রার্থী শৌভিক পাত্রকে নিশানা করেন এবং দলীয় প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবুর সমর্থনে প্রচার করেন।

অভিষেকের দাবি, তৃণমূল থেকে বাদ পড়া নেতাদেরই বিজেপি এখন গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, "আমরা যে পচা জিনিস ফেলে দিই, বিজেপি সেটাই মাথায় তুলে নেয়। এখানে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ রয়েছে। সে একসময় আমাদের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরে আমরা তাকে সরিয়ে দিই।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত পাঁচ বছরে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে বিজেপি। "যার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ রয়েছে, তাকে প্রার্থী করা হয়েছে। একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে চোর-জোচ্চোররা। ভালো মানুষ বিজেপিতে যায় নাযাদের আমরা বয়কট করেছি, তাদেরই ওরা নিয়েছে," বলেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তালডাংরা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অরূপ চক্রবর্তী। পরে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হন তিনি।

কেন ভারতীয় সমাজে নীতির চেয়ে ক্ষমতা বেশি আদরণীয় ?

সুজনকুমার দাস

আধুনিক ভারতের সমাজতাত্ত্বিক মানচিত্রে একটি বিচিত্র ও উদ্বেগজনক বৈপরীত্য আজ অত্যন্ত প্রকট। একদিকে আমরা ঘটা করে নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সুশাসনের পাঠ দিচ্ছি, অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনে বা সামাজিক স্তরে আমরা অবলীলায় সেই মানুষকে আদর্শ হিসেবে বেছে নিচ্ছি, যার হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে- তা সে ক্ষমতার উৎস নৈতিক হোক বা অনৈতিক। সমাজবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন তুলছেন: কেন ভারতীয় সমাজে নীতির (Ethics) চেয়ে ক্ষমতা (Power) বেশি আদরণীয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সমাজের গভীরে প্রোথিত সেই ক্ষতগুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, যা আমাদের ক্রমশ ক্ষমতার উপাসক বানিয়ে তুলছে। আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি উদ্ধত বা অনৈতিক হন, সমাজ তাকে ব্রাত্য করার বদলে "ক্যারিশম্যাটিক" তকমা দিয়ে মাথায় তুলে রাখে। অন্যদিকে, একজন আজন্ম নীতিবান মানুষ যদি সিস্টেমের জাঁতাকলে পিষ্ট হন, তবে আমরা সহানুভূতি দেখানোর বদলে তাকেই বিদ্রূপ করি এই বলে যে, বর্তমান যুগে টিকে থাকার যোগ্যতা তার নেই। এই যে নীতিবানকে দুর্বল ভাবার মানসিকতা, এর শিকড় রয়েছে আমাদের দীর্ঘকালীন মানসিক দাসত্ব ও ক্ষমতার প্রতি এক অদ্ভুত ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধায়। সমাজ যখন ক্ষমতাকে। চারিত্রিক দৃঢ়তার চেয়ে বড় করে দেখে, তখন অনৈতিকতা কোনো বিচ্যুতি নয়, বরং একটি অলিখিত সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়। ভারতের এই ক্ষমতার পূজার নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘকালীন এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। বর্ণপ্রথা থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র- সবক্ষেত্রেই এ দেশে একটি কঠোর পদানুক্রমিক বা "হায়ারার্কিক্যাল" ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে যে, শুষ্ক নীতি বা আদর্শ কাউকে সুরক্ষা দেয় না. সুরক্ষা দেয় কেবলমাত্র ক্ষমতার ছায়াতল। মানুষ আজন্মকাল ধরে দেখে এসেছে যে আইন বা নিয়ম সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই আমাদের মজ্জায় গেঁথে দিয়েছে যে, নীতি মেনে চলা হলো এক প্রকার বিলাসিতা, আর ক্ষমতা দখল করা হলো টিকে থাকার একমাত্র ধন্বন্তরি মন্ত্র। আমাদের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াই আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, শৈশব থেকে আমাদের অবচেতনে গেঁথে দেওয়া হয় "যার লাঠি তার মোষ"। ফলে, একটি শিশু যখন বড় হয়, সে আদর্শ মানুষ হওয়ার চেয়ে ক্ষমতাশালী হওয়ার স্বপ্নে বেশি বিভোর থাকে। এই প্রবণতা কেবল রাজনীতিতে নয়, বরং আমাদের পরিবার এবং কর্পোরেট জগতেও সমানভাবে সত্য। সেখানেও মেধা বা সততার চেয়ে তোষামোদ ও ক্ষমতার দালালি অনেক বেশি ফলদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সমাজে আমরা যাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করি, তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নৈতিক নয়, বরং কৌশলগত বা "স্ট্যাটেজিক"। আমরা তাকেই সম্মান করি যে আমাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় "এফেক্টিভ ইন্ডিভিজুয়ালিজম"। অর্থাৎ, আমাদের ভক্তি বা শ্রদ্ধা আসলে এক ধরণের বিনিয়োগ। যতক্ষণ একজন ব্যক্তি ক্ষমতার শিখরে থাকেন, ততক্ষণই তাঁর চারপাশে তোষামোদকারীর ভিড় থাকে। যে মুহূর্তে ক্ষমতা চলে যায়, সেই মুহূর্তেই সেই মানুষটি সমাজের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েন। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা আমাদের শিখিয়েছে যে ক্ষমতা না থাকলে সম্মান পাওয়া অসম্ভব।

ভারতের মতো একটি দেশে, যেখানে সরকারি পরিষেবা বা ব্যক্তিগত অধিকার পেতে গেলে দীর্ঘ লড়াই করতে হয়, সেখানে ক্ষমতা কেবল দম্ভের প্রতীক নয়, বরং তা হয়ে দাঁড়ায় তাৎক্ষণিক ন্যায় পাওয়ার একটি শর্টকাট। এই মানসিকতার প্রমাণ মেলে সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যানে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, কোরাপশন পারসেপশন ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৩তম। এই সূচকটি কেবল দুর্নীতির খতিয়ান দেয় না, বরং এটি আমাদের সমাজের সেই হাহাকারকে তুলে ধরে যেখানে সাধারণ মানুষকে একটি ছোট কাজের জন্যও ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাঘুরি করতে হয়।

আমাদের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতাও এই ক্ষমতার পূজাকে অনেকাংশে উসকে দেয়। ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিডের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে ৫ কোটিরও বেশি মামলা ঝুলে আছে। যখন একজন সাধারণ মানুষ দেখেন যে নীতি মেনে চলে তাঁর একটি ন্যায্য কাজ উদ্ধার করতেও দশকের পর দশক সময় লেগে যেতে পারে, তখন তিনি বাধ্য হয়ে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। এই যে ব্যবস্থার শ্লথ গতি, এটাই "পাওয়ার ব্রোকার"দের প্রাসঙ্গিক করে তোলে। মানুষ ক্ষমতাকে ভালোবাসে না, সে আসলে ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে চায় দ্রুত ন্যায় পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র যত বেশি জটিল ও শ্লথ হবে, ক্ষমতার পূজা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। এটি একটি দুষ্টচক্রের মতো কাজ করে; ব্যবস্থা যত অচল হয়, মানুষ তত বেশি অনৈতিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে নীতির গুরুত্ব ক্রমশ ম্লান হয়ে যায় এবং ক্ষমতা হয়ে ওঠে সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি।

আজকের যুগ হলো "ইমিডিয়েট গ্র্যাটিফিকেশন" বা তাৎক্ষণিক তৃপ্তির যুগ। আধুনিক প্রজন্ম আর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বিশ্বাসী নয়। তারা আজই সাফল্য চায়, আজই বিত্ত-বৈভব ও সামাজিক প্রতিপত্তি চায়। নীতি মেনে সাফল্য অর্জনের পথটি কণ্টকাকীর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী, যার পরিণাম অনেক সময় অনিশ্চিত। অন্যদিকে, ক্ষমতা দেয় দ্রুত ফল এবং নিশ্চিত সুরক্ষা। এই ভোগবাদী সংস্কৃতি আমাদের এমন এক প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়েছে যেখানে আমরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারি। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (ADR) - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একটি বিশাল অংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকা সত্ত্বেও তারা বারংবার জয়ী হন। সমাজ যখন দেখে যে অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার দাপটে ব্যক্তি জয়ী হচ্ছেন এবং সমাজ তাকেই কুর্নিশ করছে, তখন সাধারণ মানুষের মনে "নীতির চেয়ে ক্ষমতা বড়"- এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। তবে এই সংকটের অর্থ কি এই যে ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণ নীতিহীন হয়ে পড়েছে? বাস্তব চিত্রটি সম্ভবত আরও জটিল। আমাদের সমাজ আদতে অনৈতিক নয়, বরং এটি একটি "সারভাইভাল মোড"-এ চলা সমাজ। রাস্তার মোড়ে যখন একজন অসহায় মানুষকে কেউ সাহায্য করে, তখন সেখানে নীতি বেঁচে থাকে। কিন্তু যখনই বৃহত্তর স্বার্থ বা ব্যবস্থার প্রশ্ন আসে, তখন মানুষ ভয় পায়। এই ভয় থেকেই জন্ম নেয় ক্ষমতার দাসত্ব।

আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করেছি যেখানে নীতি মেনে চলা মানেই হলো পিছিয়ে পড়া। অর্থনৈতিক বৈষম্যও এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। ওয়ার্ল ইনইকুয়ালিটি রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের শীর্ষ ১ শতাংশ মানুষের হাতে যখন দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত থাকে, তখন নিচুতলার মানুষ টিকে থাকার তাগিদে সেই ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষদের তোষামোদ করতে বাধ্য হয়।

বাস্তবতা হলো, ভারতের এই "পাওয়ার কালচার" কোনও নৈতিক স্খলন নয়, বরং একটি ভেঙে পড়া সিস্টেমের অনিবার্য পরিণতি। যতক্ষণ প্রশাসন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকবে এবং বিচার প্রক্রিয়া অন্তহীন অপেক্ষায় বন্দি থাকবে, ততক্ষণ নীতিকে পাশ কাটিয়ে ক্ষমতার দালালিই এ দেশের শ্রেষ্ঠ "জীবনকৌশল" হিসেবে টিকে থাকবে। সদিচ্ছা বা আদর্শের বুলি দিয়ে এই শিকড় উপড়ানো সম্ভব নয়। সমাজ তখনই নীতিকে গুরুত্ব দেবে যখন নীতি মেনে চলাটা ক্ষমতার চেয়ে বেশি লাভজনক হবে। নচেৎ, "ক্ষমতাই শেষ কথা"- এই রূঢ় সত্যটিই আগামী দিনে ভারতের একমাত্র সামাজিক সংবিধানে পরিণত হতে চলেছে কি? **(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)**

ছোট এক ভুলে ১৪ বছরের আকবরের কাছে হেরে গিয়েছিলেন ভারতের 'নেপোলিয়ন' হিমু

ভারতজুড়ে যখন মুসলিম শাসকদের প্রতাপ বাড়ছে, সেই মধ্যযুগে অল্প সময়ের জন্য "হিন্দু রাজ" প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দেওয়া হয় তাকে, যার নাম ছিল হিমু এবং ছিলেন ভারতের হরিয়ানার বাসিন্দা। জীবনে মোট ২২টি যুদ্ধে বিজয়ী হন তিনি, যে কারণে অনেক ইতিহাসবিদ তাকে "মধ্যযুগের সমুদ্রগুপ্ত" বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ আবার তাকে "মধ্যযুগের নেপোলিয়ন" বলেও উল্লেখ করেন। হিমু যেমন ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা, তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ প্রশাসক। সহযোদ্ধা থেকে শুরু করে শত্রুপক্ষসবাই তার যুদ্ধদক্ষতা স্বীকার করতেন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আর. পি. ত্রিপাঠী তার গ্রন্থ "রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার"-এ লিখেছেন, 'আকবরের হাতে হিমুর পরাজয় ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ভাগ্য যদি তার অনুকূলে থাকত, এই পরাজয় তাকে স্বীকার করতে হতো না।' আরেক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ আর.সি. মজুমদার শের শাহ-বিষয়ক বইয়ের একটি অধ্যায়——"হিমু — আ ফরগটেন হিরো" নামে লিখেছেন। সেখানে লেখা হয়েছে, 'পানিপথের যুদ্ধে একটি দুর্ঘটনার কারণে হিমুর নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল। তা না হলে দিল্লিতে মুঘলদের পরিবর্তে একটি হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হতেন তিনিই'। সাধারণ এক পরিবারে জন্ম- হেম চন্দ্র ওরফে হিমু ১৫০১ সালে হরিয়ানার রিওয়ারি জেলার কুতুবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবারের একটি মুদি দোকান ছিল। আকবরের জীবনীকার আবুল ফজল তাকে অবহেলাভরে রিওয়ারির রাস্তায় লবণ বিক্রেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তার পেশা যা-ই হোক না কেন, শের শাহ সুরির ছেলে ইসলাম শাহের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হয়েছিলেন তিনি। শিগগিরই তিনি সম্রাটের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে উঠেন এবং প্রশাসনে তাকে সহায়তা করতে শুরু করেন। সম্রাট তাকে গোয়েন্দাপ্রধান ও ডাক বিভাগপ্রধানের পদ দেন। পরবর্তীতে, হিমুর মধ্যে সামরিক গুণাবলী দেখেন ইসলাম শাহ। এ বিষয়টি তাকে নিজ সেনাবাহিনীতে হিমুকে একটি পদ দিতে অনুপ্রাণিত করে। এ পদটি শের শাহ সুরির সময় ব্রহ্মজিৎ গৌরকে দেওয়া হয়েছিল। আদিল শাহের শাসনকালে, হিমুকে "ভাকিল আলা"র (যার অর্থ প্রধানমন্ত্রী) মর্যাদা দেওয়া হয়।

আদিল শাহ যখন জানতে পারেন যে হুমায়ুন ফিরে এসেছেন এবং দিল্লির সিংহাসন দখল করেছেন, তখন তিনি মুঘলদের ভারত থেকে উৎখাত করার দায়িত্ব হিমুকে দেন।

হিমু ৫০ হাজার সৈন্য, এক হাজার হাতি এবং ৫১টি কামান নিয়ে দিল্লির দিকে অগ্রসর হন। কালপি ও আগ্রার গভর্নর আব্দুল্লাহ উজবেগ খান ও সিকান্দার খান আতঙ্কে তাদের নিজ নিজ শহর ছেড়ে যান।

কে. কে. ভরদ্বাজ তার বই "হিমু—নেপোলিয়ন অব ম্যাডইভাল ইন্ডিয়া"য় লিখেছেন, 'হিমুকে বাধা দেওয়ার সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন দিল্লির মুঘল গভর্নর তার্দি খান। ১৫৫৬ সালের ৬ই অক্টোবর হিমু দিল্লি পৌঁছান এবং তার সেনাবাহিনীসহ তুঘলকাবাদে শিবির গড়ে তোলেন'। 'পরের দিন তার বাহিনী ও মুঘলদের বাহিনীর মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়। এতে মুঘলরা পরাজিত হয় এবং তার্দি খান প্রাণ বাঁচাতে পালান পাঞ্জাবে। সেখানে ইতোমধ্যেই আকবরের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল'। 'হিমু বিজয়ীর বেশে দিল্লিতে প্রবেশ করেন। রাজচ্ছত্র (অর্থাৎ মাথায় রাজকীয় ছাতা) নিয়ে হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খ্যাতিমান মহারাজা বিক্রমাদিত্য উপাধিগ্রহণ করেন, নিজের নামে মুদ্রা ছাপান এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে গভর্নর নিয়োগ করেন'।

তার্দি খানকে হত্যা করেন বৈরাম খাঁ দিল্লিতে পরাজয়ের খবর ১৫৫৬ সালের ১৩ই অক্টোবর আকবরের কাছে পৌঁছায়, তার ১৪তম জন্মদিনের ঠিক দুই দিন আগে।

সেই সময় আকবর ছিলেন পাঞ্জাবের জলন্ধরে বৈরাম খাঁর সঙ্গে। আকবরের কাছে কাবুল ছিল দিল্লির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তবে বৈরাম খাঁ এতে একমত ছিলেন না। আকবরের জীবনী "আকবর অব হিন্দুস্তান"-এ পার্বতী শর্মা লিখেছেন, 'আকবরের সামনে বিকল্পগুলো স্পষ্ট ছিল। হয় তিনি ভারতের সম্রাট হবেন, অথবা শান্তিপূর্ণভাবে কাবুল ফিরে গিয়ে কেবল আঞ্চলিক রাজা হিসেবে থাকবেন'। 'ঘটনাচক্রে, তার্দি খান যখন দিল্লি ত্যাগ করে আকবরের শিবিরে পৌঁছান, আকবর তখন শিকারের জন্য বাইরে ছিলেন। তার্দি খানকে শিবিরে আসার সমন জারি করেছিলেন বৈরাম খাঁ'।

'কিছু কথোপকথনের পর, বৈরাম খাঁ মাগরিবের নামাজের জন্য ওজু করতে যান। এই সময়, বৈরাম খাঁর লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করে তার্দি খানকে হত্যা করে'। 'আকবর যখন শিকার থেকে ফিরে আসেন, তখন তাকে তার্দি খানের মৃত্যুর খবর দেন বৈরাম খাঁর দ্বিতীয় মুখপাত্র পীর মুহাম্মদ'। 'বৈরাম খাঁ পীর মুহাম্মদের মাধ্যমে আকবরকে একটি বার্তা পাঠান। তাতে তার উদ্যোগকে আকবর সমর্থন করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়। বার্তাটির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের কী পরিণতি হতে পারে তা যেন অন্যরা শিখতে পারে'। বিশাল বাহিনী নিয়ে পানিপথের দিকে এগোন হিমু- অন্যদিকে, মুঘলরা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেএ খবর হিমু জানতে পারার পর তিনি আগেভাগেই তার কামানবাহিনী পানিপথের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলী কুলি শাইবানির নেতৃত্বে বৈরাম খাঁও ১০ হাজার সৈন্যকে পানিপথে পাঠান। শাইবানি ছিলেন একজন উজবেক যোদ্ধা এবং সমকালীন ইতিহাসে খ্যাতিমান বলে বিবেচিত।

আবুল ফজল আকবরের জীবনী "আকবরনামা"-য় লিখেছেন, 'হিমু খুব ভোরে দিল্লি ছেড়ে যান। দিল্লি থেকে পানিপথের দূরত্ব ছিল ১০০ কিলোমিটারেরও কম। ওই অঞ্চলে তখন প্রচণ্ড খরা; ফলে পথে মানুষের কোনো চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছিল না'। 'হিমুর বাহিনীতে ছিল ৩০ হাজার অভিজ্ঞ অশ্বারোহী এবং ৫০০ থেকে দেড় হাজারের মতো হাতি। হাতিগুলোর শুঁড়ে বেঁধে রাখা থাকত তলোয়ার ও বর্শা, আর তাদের পিঠে চড়ে থাকতেন যুদ্ধে দক্ষ ধনুকধারী সৈন্যরা'। 'মুঘল সেনারা এর আগে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে এত লম্বা, বলিষ্ঠ হাতি দেখেনি। এসব হাতি পারস্যের যেকোনো ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারত এবং শত্রুপক্ষের ঘোড়াকে আরোহীসহ শুঁড় দিয়ে তুলে বাতাসে ছুড়ে ফেলতে সক্ষম ছিল'। হিমু রাজপুত ও আফগানদের বিশাল সেনাবাহিনীসহ পানিপথে পৌঁছে যান। জে. এম. শ্যালেট তার "আকবর" গ্রন্থে লেখেন, 'এই যুদ্ধে আকবরকে মূল লড়াইয়ের স্থান থেকে কিছুটা দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছিল। বৈরাম খাঁও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন এবং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তার বিশ্বস্ত সহচরদের দিয়েছিলেন'। হিমুর বীরত্ব- হিমু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন মাথায় কোনো বর্ম না পরেই। বসেছিলেন "হাওয়াই" নামের একটি পিঠে। আর নিজের সহযোদ্ধাদের মনোবল বাড়াতে ক্রমাগত চিৎকার করে উদ্দীপিত করছিলেন তিনি।

বদাউনি তার "মুনতাখাব আত-তারিখ" গ্রন্থে লিখেছেন, 'হিমুর আক্রমণের তীব্রতা এমন ছিল যে তিনি মুঘল বাহিনীর ডান ও বাম দুই দিকেই আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি করেন। তবে মধ্য এশিয়ার অশ্বারোহীদের কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়'।

'তারা সামনে থেকে সরাসরি আক্রমণ না করে, পাশ দিক থেকে তির্যকভাবে আক্রমণ করেছিল। এতে হাতির পিঠে থাকা সৈন্যরা পড়ে যায় এবং দ্রুত দৌড়ানো ঘোড়ার খুরে পিষ্ট হয়'। এই যুদ্ধের বর্ণনায় আবুল ফজল লিখেছেন, দুই সেনাবাহিনী যেন মেঘের গর্জন আর সিংহের মতো শব্দ করে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আলী কুলি শাইবানীর তীরন্দাজরা শত্রুর দিকে প্রচুর তীর ছুড়লেও যুদ্ধ তখনও তাদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ায়নি। পার্বতী শর্মা লিখেছেন, 'সম্ভবত তখন আকবরের মনে প্রশ্ন জাগছিলকীভাবে তার দাদা বাবর প্রথম পানিপথের যুদ্ধে মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদির এক লাখ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন?' 'তবে আকবর এটাও জানতেন যে বাবরের হাতে ছিল একটি গোপন অস্ত্রবারুদ। কিন্তু ৩০ বছর পর তার নিজের হাতে তেমন কোনো রহস্যময় অস্ত্র ছিল না'।

'এই সময়ে সেনাদের মনোবল এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে যুদ্ধ শুরুর আগে আকবর তার সৈন্যদের উজ্জীবিত করতে হিমুর একটি কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর নির্দেশ দেন'।

হিমুর চোখে বিঁধে যায় তীর- কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মুঘল সেনাদের সমর্থন দিয়েছিল এক অদৃশ্য সৌভাগ্য। হিমু মুঘল বাহিনীর ডান ও বাম দুই দিকেই তীব্র বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন। আলী কুলি শাইবানীর সৈন্যরা হিমুর বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীরের ঝড় বইয়ে সেই চাপ কমানোর চেষ্টা করছিল। তার নিক্ষিপ্ত তীরগুলোর একটি সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে লাগে। আবুল ফজল লিখেছেন, 'হিমু কখনো ঘোড়ায় চড়তে শেখেননিসম্ভবত এ কারণেই তিনি হাতির পিঠে যুদ্ধ করছিলেন। তবে হয়তো আরেকটি কারণ ছিলসেনাপতি যদি হাতির ওপর থাকেন, দূর থেকে সমস্ত সৈন্যই তাকে দেখতে পায়। হিমুর দেহের উপরের অংশে কোনো বর্ম ছিল না'। 'এটি সাহসী হলেও অবিবেচক একটি সিদ্ধান্ত ছিল। যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ ছুটে আসা একটি তীর হিমুর চোখ ভেদ করে মাথার খুলি পর্যন্ত গিয়ে গেঁথে বসে'।

জেএনইউ—এর সাবেক অধ্যাপক ও সুপরিচিত ইতিহাসবিদ হারবান্স মুখিয়া তার "দ্য মুঘলস অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে মুহাম্মদ কাসিম ফারিশার বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন,'এই ভয়াবহ ঘটনার পরও হিমু মানসিকভাবে ভেঙে পড়েননি। তিনি চোখের কোটর থেকে তীরটি টেনে বের করেন এবং রুমাল দিয়ে ক্ষত ঢেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্ষমতার প্রতি হিমুর তৃষ্ণা আকবরের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না'। হিমুর শিরোচ্ছেদ করেন বৈরাম খাঁ যদিও কিছুক্ষণ পরই হিমু অচেতন হয়ে হাতির শুঁড়ে পরে যান। এমন যুদ্ধে সেনাপতি আহত হলে সৈন্যদের লড়াইয়ের আগ্রহ কমে যায়। ফলে আকবর ও বৈরাম খাঁ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান, তখন তারা দেখেনসৈন্যরা যুদ্ধ না করে বিজয়োৎসব করছে। নিজামুদ্দিন আহমেদ তার "তাবাকাত-ই-আকবরি" গ্রন্থে লিখেছেন, 'শাহ কুলি খান নামের একজন দেখলেন, একটি হাতি মাহুত ছাড়াই এদিক—ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি নিজের মাহুতকে ওই হাতির ওপর চড়তে পাঠালেন। যখন সেই মাহুত হাতির পিঠে চড়লেন, তিনি দেখলেন হাতির শুঁড়ে আহত এক মানুষ শুয়ে আছে'। 'কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলেন, আহত ব্যক্তিটি আর কেউ ননহিমু। পুরো বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে কুলি খান তাকে হাতিতে চড়িয়ে সম্রাট আকবরের সামনে নিয়ে গেলেন। এর আগে তিনি শিকল দিয়ে হিমুকে বেঁধে ফেলেছিলেন'। আবুল ফজল লিখেছেন, '২০ টিরও বেশি যুদ্ধে বিজয়ী সেই হিমুকে রক্তাক্ত অবস্থায় ১৪ বছরের আকবরের সামনে আনা হয়। তখন বৈরাম খাঁ সদ্য সম্রাট হওয়া আকবরকে নিজ হাতেই শত্রুকে হত্যা করতে বলেন। আহত হিমুকে সামনে দেখে আকবর স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন'। আকবর একটি অজুহাত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তাকে ইতোমধ্যেই টুকরো টুকরো করে ফেলেছি।' চারপাশে দাঁড়ানো কিছু লোক বৈরাম খাঁর কথাকে সমর্থন জানিয়ে হিমুকে হত্যা করতে আকবরকে উসকানি দেয়। তবে এতে রাজি হননি তিনি। ফারিশতা বিশ্বাস করেন যে আকবর কেবল আহত হিমুর ওপর নিজের তলোয়ার স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু ভিনসেন্ট এ. স্মিথ এবং হারবান্স মুখিয়ার ধারণা, আকবর নিজেই হিমুর ওপর তলোয়ার চালিয়েছিলেন। তবে সাধারণত মত হলো, বৈরাম খাঁ নিজের তলোয়ার দিয়ে হিমুর শিরশ্ছেদ করেছিলেন।

মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ- নিরোধ ভূষণ রয় তার "শের শাহ"স সাকসেসর" গ্রন্থে লিখেছেন, 'হিমু সবসময় হিন্দু ও মুসলিমদের নিজের দুই চোখের মতোই গুরুত্ব দিতেন। পানিপথের যুদ্ধে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তার বাহিনীর ডান দিকের ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন শাদি খান কাকর, আর বাঁ পাশে নেতৃত্ব দেন রামইয়া। বলা হয়ে থাকে, তিনি যদি কয়েক বছর আরও বাঁচতেন, তবে হিন্দু শাসনের একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে পারতেন'। ভিনসেন্ট এ. স্মিথ আকবরের জীবনীতে লিখেছেন, 'আকবর বিদেশি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার শিরায় ভারতের এক বিন্দু রক্তও ছিল না। বাবার দিক থেকে তিনি তৈমুরের সপ্তম প্রজন্মের বংশধর, মায়ের দিক থেকে পারস্যের'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজধানীতে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পালিত হল হনুমান জয়ন্তী। ছবি নিজস্ব।

ইরানে বেসামরিক পরিকাঠামোয় হামলায় বাড়ছে মানবিক সংকট, উদ্বেগ রাষ্ট্রসংঘের

সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বেসামরিক পরিকাঠামোর উপর হামলার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে মানবিক সংকট আরও গভীর হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় দফতর জাতিসংঘ মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় জানিয়েছে, এই হামলায় ইরানের জরুরি পরিষেবাগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ৩০৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৪২টি অ্যাম্বুল্যান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সাতটি হাসপাতাল খালি করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয় এবং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার ঘটনাও একাধিক জায়গায় ঘটেছে। হরমোজগান প্রদেশের কেশম দ্বীপের একটি ডেসালিনেশন প্ল্যান্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির হিসেব অনুযায়ী, ১ লক্ষ ১৫ হাজারেরও বেশি বেসামরিক ভবনযার মধ্যে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আবাসন ও বাণিজ্যিক স্থাপনা রয়েছেক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ৭০০-র বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রক।

রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংস্থা জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা জানিয়েছে, তারা ৪২ হাজারেরও বেশি আফগান শরণার্থীকে বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আটকে পড়া অভিবাসীদের সুরক্ষা ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে চলেছে।

এদিকে লেবানন-এও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। সেখানে প্রয়োজনীয় ৩০৮ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অর্থ জোগাড় হয়েছে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণে সংঘর্ষ বাড়ার পর থেকে অন্তত ১,২৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩,৭৫০ জন আহত হয়েছেন।

গাজাতেও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে চলছে। কেরেম শালোম (কারেম আবু সালেম) সীমান্তই বর্তমানে একমাত্র পণ্য প্রবেশপথ। সেখানে সম্প্রতি ২.৭ লক্ষ লিটারের বেশি জ্বালানি আনা হয়েছে জরুরি পরিষেবা সচল রাখতে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ইউনিসেফের মতো সংস্থাগুলি খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের সহায়তায় আর্থিক প্রকল্পও বাড়ানো হয়েছে।

অন্যদিকে, এই সংঘাতের প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতেও পড়ছে। জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় ৯৫ শতাংশ কমে গিয়েছে, যা বিশ্ব বাণিজ্য ও তেলের দামের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের মতে, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঠেকাতে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো, পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

১০ এপ্রিল রাজ্যসভায় শপথ নিতে পারেন নীতীশ কুমার, ১৩ এপ্রিলের পর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার সম্ভাবনা

পাটনা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আগামী ১০ এপ্রিল রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পারেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সূত্রে খবর।

জানা গিয়েছে, শপথগ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তিনি ৮ বা ৯ এপ্রিল দিল্লি যেতে পারেন। শপথ নেওয়ার পর পাটনায় ফিরে এসে ১৩ এপ্রিলের পর যেকোনও সময় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, ১৪ এপ্রিল 'খরমাস' (অশুভ হিন্দু মাস) শেষ হওয়ার পর বিহারের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার পরেও নীতীশ কুমার 'জেড প্লাস' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পাবেন বলে নির্দেশ জারি করেছে বিহার স্বরাষ্ট্র দফতর। বিহার স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০০ অনুযায়ী তাঁর নিরাপত্তা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তায় প্রায় ৫৫ জন নিরাপত্তাকর্মী থাকেন, যার মধ্যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী (পিএসও), সশস্ত্র প্রহরী, এসকর্ট যান এবং ২৪ ঘণ্টার নজরদারি অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, গত ১৬ মার্চ রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন নীতীশ কুমার এবং ৩০ মার্চ বিহার বিধান পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। রাজ্যসভায় তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রবেশ বিহারের রাজনীতিতে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সম্প্রতি পাটনার ৭, সার্কুলার রোডে একটি সরকারি বাসভবনও পরিদর্শন করেছেন তিনি, যেখানে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক দিনে বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে ভুয়ো নথি-সহ ১৪ বাংলাদেশি গ্রেফতার, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

কলকাতা, ২ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় নিউ দিল্লিগামী নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ১৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। বুধবার গভীর রাতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে তাদের আটক করা হয়।

গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং চারজন নাবালক রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের কাছ থেকে ভুয়ো আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভারতীয় মোবাইল সিম কার্ড এবং মালয়েশিয়ার মুদ্রা রিংগিট উদ্ধার হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে, তারা অসম সীমান্ত দিয়ে ভুয়ো নথি ব্যবহার করে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর তাদের গন্তব্য ছিল দেশের রাজধানী নয়াদিল্লি।তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "ওরা কেন ভারতে ঢুকল এবং দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ।এদিকে, রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধী দল বিজেপি অভিযোগ করেছে, রাজ্যে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বসবাসে মদত দেওয়া হচ্ছে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর। ফলে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও কীভাবে এত সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশ করতে পারল। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছেই।

ট্রাম্পের ইরান সতর্কবার্তার পর সোনা রুপোর দামে ধস, এমসিএক্সে বড় পতন

মুম্বই, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর ইরান ইস্যুতে কড়া সতর্কবার্তার পর বৃহস্পতিবার সোনা ও রুপোর দামে বড়সড় পতন দেখা গেল। যুদ্ধ পরিস্থিতি দ্রুত মিটবেএমন কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত না মেলায় হতাশ হয়েছেন বিনিয়োগকারীরা।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (এমসিএক্স)-এ সোনার ফিউচার (৫ জুন) সর্বোচ্চ ২.৩১ শতাংশ বা ৩,৫৬৩ টাকা কমে দিনের মধ্যে ১,৫০,১৪৫ টাকায় নেমে আসে। দিনের সর্বোচ্চ দামে এটি ১,৫২,৪৯০ টাকায় লেনদেন হয়েছে, যা আগের দিনের তুলনায় ০.৭৯ শতাংশ কম।

অন্যদিকে, রুপোর ফিউচার (৫ মে) এক ধাক্কায় ৫.৫৯ শতাংশ বা ১৩,৬১৩ টাকা পড়ে ২,২৯,৮৮৮ টাকায় পৌঁছয়। যদিও দিনের সর্বোচ্চ স্তরে এটি ২,৪২,৮০০ টাকায় ছিল।

আন্তর্জাতিক বাজারেও একই প্রবণতা দেখা গেছে। স্পট গোল্ড ২.২৬ শতাংশ কমে ৪,৬৫০.৩০ ডলারে এবং স্পট সিলভার ৪.৭ শতাংশ কমে ৭১.৫০ ডলারে নেমে আসে। কমেক্স-এ সোনা ২.৭৩ শতাংশ কমে ৪,৮১৩ ডলার এবং রুপো প্রায় ৬ শতাংশ পড়ে ৭১ ডলারে লেনদেন হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা সত্ত্বেও সোনা-রুপোর মতো 'সেফ হ্যাভেন' সম্পদে এখন সীমিত সমর্থন মিলছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিই আগামী দিনে দামের গতিপথ নির্ধারণ করবে।উল্লেখ্য, ট্রাম্প তাঁর ভাষণে জানিয়েছেন, চলমান সংঘাত শেষের পথে হলেও প্রয়োজনে আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে "অত্যন্ত কড়া" সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে আমেরিকা। তাঁর এই মন্তব্যেই বাজারে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।

এদিকে তেলের দামে ঊর্ধগতি লক্ষ্য করা গেছে। ব্রেন্ট ক্রুড ৫.২৪ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১০৬.৪৭ ডলার এবং মার্কিন ডব্লিউটিআই ক্রুড ৪.৫ শতাংশ বেড়ে ১০৪.৬৪ ডলারে পৌঁছেছে।

প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে রেকর্ড বৃদ্ধি অর্থবছর ২৬-এ ৬২.৬ শতাংশ বেড়ে ৩৮,৪২৪ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮,৪২৪ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবর্ষের ২৩,৬২২ কোটি টাকার তুলনায় ৬২.৬৬ শতাংশ বেশি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই সাফল্য নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে স্থান করে দেওয়ার লক্ষ্যকেই আরও শক্তিশালী করছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা পাবলিক সেক্টর ইউনিটস (ডিপিএসইউ) মোট রপ্তানির ৫৪.৮৪ শতাংশ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি ৪৫.১৬ শতাংশ অবদান রেখেছে। মূল্যমানের বিচারে ডিপিএসইউ-র রপ্তানি ২১,০৭১ কোটি টাকা এবং বেসরকারি সংস্থার রপ্তানি ১৭,৩৫৩ কোটি টাকা।

গত অর্থবর্ষের তুলনায় ডিপিএসইউ-র রপ্তানি ১৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে বেসরকারি খাতেও ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

বর্তমানে ভারত ৮০টিরও বেশি দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করছে। একইসঙ্গে রপ্তানিকারক সংস্থার সংখ্যা বেড়ে ১২৮ থেকে ১৪৫-এ পৌঁছেছে, যা প্রায় ১৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এই সাফল্য ভারতীয় প্রতিরক্ষা পণ্যের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে দেশের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকেও তুলে ধরছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই সাফল্যের জন্য প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতর, রপ্তানিকারক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত প্রতিরক্ষা উৎপাদনে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।''সরকারের মতে, ব্যবসা সহজীকরণ এবং রপ্তানিকারকদের সহায়তায় ধারাবাহিক উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

রামের চরিত্রে অভিনয় 'নম্রতার অভিজ্ঞতা', বললেন রণবীর কাপুর

মুম্বই, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): হনুমান জয়ন্তীর দিনে আসন্ন ছবি রামায়ণ-তে ভগবান রামের লুক প্রকাশ করলেন নির্মাতারা। এই ছবিতে রামের ভূমিকায় দেখা যাবে রণবীর কাপুর-কে। চরিত্রটি নিয়ে তিনি বলেছেন, এটি তাঁর কাছে এক গভীর নম্রতার অভিজ্ঞতা।

রণবীর বলেন, "আমি মনে করি না আমি রামকে উপস্থাপন করতে এসেছি। আমি এসেছি তাঁর থেকে শেখার জন্য। তাঁর মধ্যে যে সরলতা ও পবিত্রতা রয়েছে, তা খুবই বিরল। সেটাকে বোঝার এবং আত্মস্থ করার চেষ্টা আমার জন্য অত্যন্ত নম্রতার অভিজ্ঞতা।"

এই মহাকাব্যিক ছবিটি পরিচালনা করছেন নিতেশ তিওয়ারি এবং প্রযোজনা করছেন নমিত মালহোত্রা। দুই পর্বে তৈরি এই সিনেমা এক বিশাল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্স হিসেবে তৈরি হচ্ছে। পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি বলেন, "রামায়ণের আসল শক্তি তার আবেগে। এটি শুধু ভালো-মন্দের লড়াই নয়, বরং সিদ্ধান্ত, তার ফল এবং সঠিক কাজ করার দায়বদ্ধতার গল্প।"ছবিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সাই পল্লবী, যশ, সানি দেওল, লারা দত্ত এবং অমিতাভ বচ্চন।সঙ্গীত পরিচালনায় একসঙ্গে কাজ করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুরকার হ্যান্স জিমার এবং এ আর রহমান।

উল্লেখ্য, 'রামায়ণ' বিশ্বের নানা সংস্কৃতি ও অঞ্চলে ৩০০-রও বেশি সংস্করণে পুনর্কথিত হয়েছে। এই নতুন রূপান্তরটি আইম্যাক্স ফরম্যাটে তৈরি হচ্ছে, যার প্রথম অংশ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের দীপাবলিতে এবং দ্বিতীয় অংশ ২০২৭ সালের দীপাবলিতে।

নির্মাতাদের মতে, রামের গল্পের মূল শক্তি তাঁর ত্যাগ, ন্যায়বোধ এবং কর্তব্যনিষ্ঠায়া আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

হনুমান জয়ন্তীতে শুভেচ্ছার বন্যা বলিউডে অক্ষয়-সুনীল-সহ বহু তারকার বার্তা

মুম্বই, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): পবিত্র হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে বলিউডের একাধিক তারকা সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানালেন এবং ভগবান হনুমানের আশীর্বাদ কামনা করলেন।

অভিনেতা সুনীল শেঠি একটি হনুমানের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "প্রভু হনুমান সঙ্গে থাকলে সব বাধাই সহজ হয়ে যায়। বাজরংবলীর আশীর্বাদে সকলের জীবনে শক্তি ও সুরক্ষা আসুক।"

অন্যদিকে কঙ্গনা রানাওয়াত সংক্ষিপ্ত বার্তায় জানান, "হনুমান জন্মোৎসবের শুভেচ্ছা।"

অনুপম খের-ও ভক্তিমূলক পোস্টে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "আপনাকে ও আপনার পরিবারকে হনুমান জয়ন্তীর আন্তরিক শুভেচ্ছা! জয় বাজরংবলী!"

'রামায়ণ' ধারাবাহিকে লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করা সুনীল লাহিড়ী একটি ভিডিও বার্তায় বিশ্বজুড়ে চলা সংকট দ্রুত কাটুকএই প্রার্থনা করেন। উর্মিলা মাতোন্দকর একটি আধ্যাত্মিক বার্তায় ভক্তি প্রকাশ করেন।

সঙ্গীতশিল্পী শেখর রাভজিয়ানি লিখেছেন, "আমার শক্তি, আমার সবকিছু জয় হনুমান।"রাজনীতিবিদ ও টেলিভিশন তারকা স্মৃতি ইরানি-ও ভক্তিমূলক শ্লোক সহ সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

এছাড়াও শশাঙ্ক ব্যাস এবং অশোক পণ্ডিত-সহ আরও অনেকে শুভেচ্ছা বার্তা শেয়ার করেছেন।এই বিশেষ দিনে অক্ষয় কুমার 'বজরং বান' শীর্ষক একটি ভক্তিমূলক গান প্রকাশ করে ভক্তদের উদ্দেশে সংগীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।উল্লেখযোগ্যভাবে, একই দিনে রণবীর কাপুর অভিনীত আসন্ন ছবি রামায়ণ-এ ভগবান রামের প্রথম লুকও প্রকাশ করা হয়েছে।

হনুমান জয়ন্তী ভগবান হনুমানের জন্মোৎসব হিসেবে সারা দেশে ভক্তিভরে উদযাপিত হয়। এই দিনে ভক্তরা পূজা, ভজন ও প্রার্থনার মাধ্যমে শক্তি, সাহস ও সুরক্ষার আশীর্বাদ কামনা করেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ০২ এপ্রিল, ২০২৬, পিআইবি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন মন্ত্রক পর্যটনের প্রসার করে চলেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটক, গণমাধ্যম এবং প্রভাবশালীদের কাছে পর্যটন স্থান ও গন্তব্যগুলিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে, মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পর্যায়ক্রমে "আন্তর্জাতিক পর্যটন মার্ট" -এর আয়োজন করে চলেছে। এ পর্যন্ত এমন তেরোটি মার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে; যার সর্বশেষ (ত্রয়োদশ) আসরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে সিকিমে। এছাড়াও, পর্যটন-সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজন করার জন্য মন্ত্রক উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। এটি নিয়মিতভাবে ট্যুর অপারেটর, জনমত নির্মাতা এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য "পরিচিতিমূলক ভ্রমণ" -এর আয়োজন করে চলেছে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পর্যটনকে আকৃষ্ট করে তুলতে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।তাছাড়া, আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ও প্রদর্শনী চলাকালে "ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন"-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে বিনামূল্যে স্থান বরাদ্দ করা হয়। মন্ত্রকের গুয়াহাটি, শিলং, ইম্ফল এবং নাহারলাগুনেও ক্ষেত্র-কার্যালয় রয়েছে, যেগুলো থেকে সারা বছর ধরে বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।পর্যটন মন্ত্রক তার "স্বদেশ দর্শন ২.০", "প্রসাদ", "চ্যালেঞ্জ-ভিত্তিক গন্তব্য উন্নয়ন" (সিবিডিডি) এবং "কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্পগুলির অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলিকে পর্যটন পরিকাঠামোর আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই প্রকল্পগুলির আওতায় পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পর্যটন কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক। এছাড়া, "চ্যাম্পিয়ন সার্ভিস সেক্টর স্কিম"-এর অধীনে "ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং"-এর মাধ্যমে অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের সাথে সমন্বয় রেখে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে যার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ রুটগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা মূলত একটি রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়। তবে, পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পর্যটক পুলিশ মোতায়েন করা সহ মাঠপর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে চলেছে মন্ত্রক। পাশাপাশি, দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের সহায়তা করার জন্য একটি ২৪-ঘণ্টায় চালু থাকা বহুভাষিক পর্যটন হেল্পলাইন (১৩৬৩/১৮০০১১১৩৬৩)-ও চালু করা হয়েছে।আজ রাজ্যসভায় একটি লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

পুরুষ ফুটবলারদের 'অতিরিক্ত নাটকীয়তা' নিয়ে মজা করলেন অক্ষয় কুমার

মুম্বই, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): খেলার প্রতি ভালোবাসা ও শৃঙ্খলার জন্য পরিচিত অক্ষয় কুমার সম্প্রতি একটি রিয়্যালিটি শো-তে পুরুষ ফুটবল খেলোয়াড়দের 'নাটকীয়তা' নিয়ে মজার মন্তব্য করলেন।'হুইল অফ ফরচুন' অনুষ্ঠানের এক পর্বে পেশাদার ফুটবল ডিফেন্ডার দালিমার সঙ্গে কথোপকথনের সময় অক্ষয় জানান, তিনি পুরুষ ও মহিলাদুই ধরনের ফুটবলই নিয়মিত দেখেন। তবে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে দুই দলের আচরণে পার্থক্য রয়েছে বলেই তাঁর মত।হাস্যরসের ছলে তিনি বলেন, "এত অভিনয় করে! একটু স্ক্র্যাচ লাগলেই এমন পড়ে যায়, যেন কী হয়ে গেছে! আসলে কিছুই হয়নি, কিন্তু এমন অভিনয় করেমাই গড!"দালিমার স্বামীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে অক্ষয় আরও বলেন, "দালিমা তো প্রফেশনাল ডিফেন্ডার, কিন্তু আপনাকে বিয়েতে এর থেকেও বড় ডিফেন্ডার হতে হবে!"এই মন্তব্যে হাসিতে ফেটে পড়েন উপস্থিত দর্শকরা।অন্যদিকে, পেশাগত ক্ষেত্রে অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি ভূত বাংলা মুক্তির অপেক্ষায়।

কর্ণাটকের বাগলকোট উপনির্বাচনে জোরদার লড়াই, তৎপর বিজেপি ও কংগ্রেস

বাগলকোট (কর্ণাটক), ২ এপ্রিল(আইএএনএস): কর্ণাটকের বাগলকোট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে জমে উঠেছে রাজনৈতিক লড়াই। শাসক কংগ্রেস ও বিজেপিদুই প্রধান দলই জোরদার প্রচারে নেমেছে, ফলে এই নির্বাচন উচ্চ-ঝুঁকির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

এই আসনটি শূন্য হয় প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক এইচ.ওয়াই. মেটির মৃত্যুর পর। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া-র ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তিনি। কংগ্রেস সহানুভূতির ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে মেটির পুত্র উমেশ মেটিকে প্রার্থী করেছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী দু'দিনের প্রচার সেরে ফেলেছেন এবং আরও তিনদিন প্রচারের কর্মসূচি রয়েছে।

অন্যদিকে বিজেপিও আক্রমণাত্মক প্রচারে নেমেছে। রাজ্য সভাপতি বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্র নিজে এলাকায় শিবির করে দলের প্রচার পরিচালনা করছেন। বিজেপির দাবি, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষকে কাজে লাগানো যাবে।

মূল লড়াই কংগ্রেসের উমেশ মেটি এবং বিজেপির বীরভদ্রাইয়া বীরান্না চারন্তিমঠ-এর মধ্যে। চারন্তিমঠ টানা ষষ্ঠবার এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১৮ সালে জয়ী হয়েছিলেন।

এই কেন্দ্রে প্রায় ২.৫৯ লক্ষ ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০ হাজার, কুরুবা সম্প্রদায়ের প্রায় ৪০ হাজার এবং সংখ্যালঘু ভোটার প্রায় ৬০ হাজার। এছাড়া দলিত, ওবিসি ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে।

ইতিহাস বলছে, ১৯৫২ সাল থেকে এই আসনে কংগ্রেসের দাপট বেশিতারা ৯ বার জিতেছে। বিজেপি ৪ বার, জেডি(এস) ২ বার এবং অন্যান্য প্রার্থীরা ৩ বার জয় পেয়েছেন।

বিজেপি বিধায়ক সিদ্দু সাভাদি দাবি করেছেন, এই উপনির্বাচনে তাদেরই এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তিনি অভিযোগ করেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নের অভাব রয়েছে এবং সহানুভূতির ঢেউ কাজ করবে না। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা বিজয়ানন্দ কাশাপ্পানভার আত্মবিশ্বাসী যে তাদের দল স্বচ্ছন্দ ব্যবধানে জিতবে। তিনি জানান, চারন্তিমঠের ভাই কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাদের সুবিধা হবে।

কংগ্রেসের দাবি, প্রয়াত এইচ.ওয়াই. মেটি ২০১৭ সালে একটি মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন এনেছিলেন, যা বিজেপি সরকারের আমলে বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে বিজেপি অভিযোগ করেছে, আলমাট্টি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোট ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন, কারণ ৫ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।দুই পক্ষের তীব্র প্রচার ও পাল্টাপাল্টি অভিযোগে বাগলকোট উপনির্বাচন এখন কর্ণাটকের অন্যতম চর্চিত রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অন্যের জিনিস ব্যবহার করা ভালো না

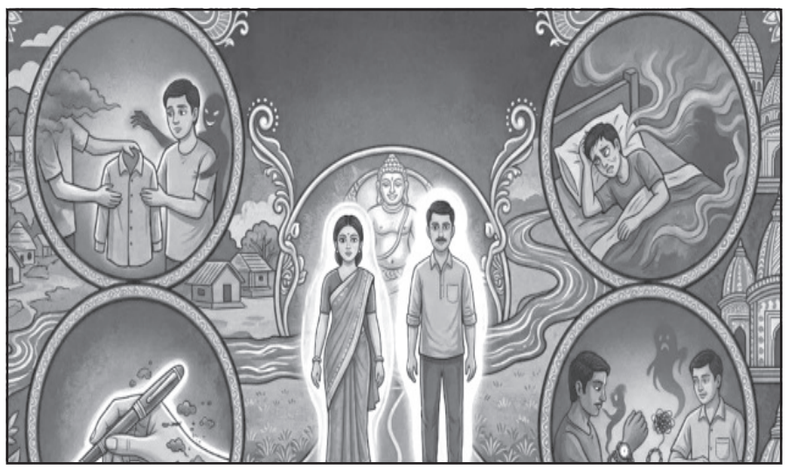

অন্যের বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া অনেকেরই অভ্যাস। কিন্তু বাস্তু মতে, অন্যের বিছানা ব্যবহার করলে শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যদি সেই ব্যক্তির জীবনে কোনও আর্থিক অনটন বা মানসিক অশান্তি থেকে থাকে, তবে তা আপনাকেও গ্রাস করতে পারে। নিজের সুখ-শান্তি বজায় রাখতে সর্বদা নিজের বিছানায় শোওয়াই শ্রেয়।

দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের জিনিস আদান-প্রদান করাটা খুব সাধারণ একটা বিষয়। বন্ধুর পেন দিয়ে সই করা কিংবা প্রিয়জনের ঘড়িটা একবার ট্রায়াল দেওয়াএর মধ্যে কেউই বিশেষ কোনও দোষ খুঁজে পান না। কিন্তু জানেন কি, এই অভ্যাসই আপনার জীবনে ডেকে আনতে পারে ঘোর অমঙ্গল? বাস্তুশাস্ত্র বলছে, প্রতিটি মানুষের শরীরে একটি নিজস্ব শক্তি বা এনার্জি থাকে। যখন কেউ কোনও বস্তু ব্যবহার করেন, তখন তাঁর সেই এনার্জি ওই বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ফলে অন্যের ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করলে তাঁর নেতিবাচক প্রভাব আপনার ওপর পড়তে পারে। কোন ৬টি জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনাকে চরম সতর্ক থাকতে হবে? জেনে নিন বিশদে। অন্যের বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া অনেকেরই অভ্যাস। কিন্তু বাস্তু মতে, অন্যের বিছানা ব্যবহার করলে শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যদি সেই ব্যক্তির জীবনে কোনও আর্থিক অনটন বা মানসিক অশান্তি থেকে থাকে, তবে তা আপনাকেও গ্রাস করতে পারে। নিজের সুখ-শান্তি বজায় রাখতে সর্বদা নিজের বিছানায় শোওয়াই শ্রেয়।

বন্ধুর দামী ঘড়িটা দেখে খুব পছন্দ হয়েছে বলে সেটা নিজের হাতে পরে নিলেন? এই ছোট ভুলটিই আপনার সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যের ঘড়ি ব্যবহার করলে কাজের ক্ষেত্রে বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কারও জামা বা পোশাক ধার করে পরা অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু এতে অজান্তেই অন্যের রোগ-ব্যাধি বা অশুভ শক্তি আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে। শাস্ত্র অনুযায়ী, অন্যের পোশাক পরলে তাঁর জীবনের সমস্যাগুলো আপনার জীবনেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে অশুভ সময়ে অন্যের পোশাক পরা একেবারেই অনুচিত। সামান্য একটা রুমাল থেকে বিবাদ হতে পারে? বাস্তুশাস্ত্র বলছে, হ্যাঁ! অন্যের রুমাল ব্যবহার করলে বা নিজের রুমাল কাউকে দিলে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা বাড়ে। এমনকি এর ফলে তুচ্ছ কারণে বড় ধরনের ঝামেলা বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

অফিসে বা ব্যাঙ্কে গিয়ে অন্যের পেন নিয়ে কাজ সেরে তা নিজের পকেটে ভরে নেওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। এই অভ্যাস কিন্তু আপনার জন্য মোটেও ভালো নয়। এতে শুধু যে লোকসমাজে ছোট হতে হয় তা-ই নয়, আপনার আর্থিক উন্নতির পথও রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

টাকা ধার নিয়ে তা শোধ না করার প্রবণতা অত্যন্ত অশুভ। শুধু নৈতিকভাবেই নয়, বাস্তু মতেও এটি আপনার জন্য চরম ক্ষতিকর। বলা হয়, অন্যের টাকা আত্মসাৎ করলে বা সময়মতো ফেরত না দিলে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে পারেন আপনি। তাই জীবনে মানসিক শান্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি বজায় রাখতে অন্যের এই জিনিসগুলো ব্যবহারের আগে অন্তত দু'বার ভাবুন। ছোট ছোট এই সচেতনতাই আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

গেঁটে বাতের চিকিৎসা

গাউট কথাটা এসেছে গাট্টা থেকে। আগেকার দিনে অভিজাত, বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত একটু ভারী চেহারার মানুষজনদেরই হতো এই রোগ। তাই গাউট বা গেঁটে বাতকে 'ডিজিজ অব কিং অ্যান্ড ক্যুইন'ও বলা হয়। তবে অসুখটি এখন আর তা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমাজের সর্বস্তরেই এই রোগ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, যাঁরা বিলাসবহুল জীবনযাত্রা পছন্দ করেন, স্থূলকায়, হাই প্রেশার-ডায়াবেটিসের সমস্যায় ভোগেন, আমিষ খাবার (মাংস, সামুদ্রিক মাছ) প্রচুর পরিমাণে খেতে পছন্দ করেন তাঁদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আবার মদ্যপান এবং গাউটের মধ্যেও রয়েছে সম্পর্ক। যাঁরা অ্যালকোহল বেশি পান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে গাউটের লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

গাউটের প্রকারভেদ- গাউট বা গেঁটে বাতকে বলা হয় মেটাবলিক জয়েন্ট ডিজিজ। এগুলি সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়, অ্যাকিউট, ক্রনিক ও ইন্টার ক্রিটিক্যাল গাউট। মূলত ইউরিক অ্যাসিডের গোলমালের জন্য এই রোগ হয়। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার মাংস, সামুদ্রিক মাছ, অ্যালকোহলে থাকে পিউরিন। পিউরিন ভেঙে শরীরে তৈরি হয় ইউরিক অ্যাসিড।

একইসঙ্গে সিউডো গাউটও দেখা যায় কারও কারও। সেখানে এমএসইউ (মনোসোডিয়াম ইউরেট) নয়, সিপিপিডি আর বিসিপি ক্রিস্টাল তৈরি হয়। এরসঙ্গে ইউরিক অ্যাসিডের কোনও যোগ নেই। অত্যন্ত বিরল এই সমস্যা।

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা- সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ২-৭ মিলিগ্রাম ইউরিক অ্যাসিড ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ২-৬ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকতে হবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা।

সমস্যার উৎস- পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার থেকে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হওয়ার সময় কিছু ক্রিস্টাল তৈরি হয়। তার নাম এমএসইউ (মনোসোডিয়াম ইউরেট) ক্রিস্টাল। এই ক্রিস্টালগুলো অস্থিসন্ধির মধ্যে জমা হয়। এর ফলে সেখানে যে সাইনোভিয়াল সেল রয়েছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে। তার ফলে প্রদাহ তৈরি হয়। দেখা গিয়েছে, যে সমস্ত ছেলেদের ক্ষেত্রে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ৭ মিলিগ্রামের বেশি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৬ মিলিগ্রামের বেশি, তাঁদের গেঁটে বাত বা গাউটে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

উপসর্গ-গাউট প্রথমে শুরু হয় পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে। সাধারণত দেখা যায়, কোনও ব্যক্তি বিয়ে বাড়ি বা কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়ে প্রচুর খাওয়াদাওয়া ও মদ্যপান করলেন। পরদিন ভোরবেলা থেকেই তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথা ও তার সঙ্গে ফুলে লাল হয়ে যাওয়ার উপসর্গ দেখা যেতে পারে। এই হল অ্যাকিউট গাউটের একটা লক্ষণ। এছাড়া, যাঁদের শরীরের ওজন বেশি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আছে, নিয়মিত মদ্যপান করেন (মূলত বিয়ার, হাই স্পিরিট), তাঁরাও এই সমস্যায় ভুগতে পারেন। অ্যাকিউট গাউট দু'-তিন সপ্তাহ স্থায়ী হলে বা বারবার ফিরে এলে তখন তাঁকে ক্রনিক গাউট বলে। চিকিৎসা- শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে দু'ভাবে। শরীরে বেশি মাত্রায় তৈরি হলে বা ওভার প্রোডাকশন হলে এমন জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিডনি কোনওভাবে ইউরিক অ্যাসিডকে বের করতে না পারলেও গোলমাল দেখা দেয়। চিকিৎসার শুরুতে প্রথমেই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা পরীক্ষা করাতে হয়। তবে অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা খুব বেশি না বাড়লেও রোগের উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে! আসলে ব্যক্তিবিশেষে অসুখের প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে। তাই এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক সময় জয়েন্টের মধ্যে থেকে ফ্লুইড বের করে মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে এমএসইউ ক্রিস্টাল দেখা হয়। আল্ট্রাসোনোগ্রাম, বিশেষ ধরনের সিটিস্ক্যান দিয়েও ক্রিস্টালগুলি দেখা হয়। এরপর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে চিকিৎসা শুরু হয়।

ওষুধ-অ্যাকিউট গাউটের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধগুলি খাওয়ার পরামর্শ দিই, সেগুলি দিয়েই প্রথমাবস্থায় গাউটের চিকিৎসা হয়। এর ১-২ সপ্তাহ পর যখন ব্যথা খানিকটা কমে যায়, তখন ওই ক্রিস্টালগুলি বের করার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। কিছু ওষুধ আছে যা কিডনি দিয়ে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দেয়। তবে ওষুধ বন্ধ করা যায় না। একটানা খেয়ে যেতে হবে। তাতে নতুন করে গাউটের সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়া প্রতিরোধ করা যাবে। তবে তার সঙ্গে ডায়েট ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন দরকার। আশা করা যায় তাতেই রোগী উপকার পাবেন।

গাড়ির উল্টো দিকে বসলেই বমি হয় কেন

মস্তিষ্ক সবসময় চায় যেদিকে যাওয়া হচ্ছে, চোখ আর কান যেন সেই একই সংকেত পাঠায়। আপনি যখন যাতায়াতের পথের উল্টো দিকে মুখ করে বসেন, তখন আপনার চোখ দেখে যে রাস্তা বা দৃশ্যগুলো আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আপনার শরীরের ভেতরের ভারসাম্য রক্ষা করার যন্ত্রগুলো (অন্তকর্ণ) অনুভব করে যে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বাস, ট্রেন বা গাড়ির জানালার ধারের সিট মানেই তো ভ্রমণের বাড়তি আনন্দ। কিন্তু সেই সিটটি যদি যাতায়াতের পথের উল্টো দিকে মুখ করে হয়, তবে অনেকের কাছেই সেই যাত্রা বিভীষিকায় পরিণত হয়। সোজা মুখে বসে যাঁদের তেমন সমস্যা হয় না, উল্টো দিকে বসলেই তাঁদের মাথা ঘোরা বা বমি বমি ভাব কেন শুরু হয়? কেন এমনটা হয় এই প্রশ্নের উত্তর অনেকেরই অজানা। এর পিছনেও রয়েছে বিজ্ঞান। কেন উল্টো দিকে বসলেই বাড়ে বিপদ?

মস্তিষ্ক সবসময় চায় যেদিকে যাওয়া হচ্ছে, চোখ আর কান যেন সেই একই সংকেত পাঠায়। আপনি যখন যাতায়াতের পথের উল্টো দিকে মুখ করে বসেন, তখন আপনার চোখ দেখে যে রাস্তা বা দৃশ্যগুলো আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আপনার শরীরের ভেতরের ভারসাম্য রক্ষা করার যন্ত্রগুলো (অন্তকর্ণ) অনুভব করে যে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এই যে উল্টো সংকেতের লড়াইচোখ বলছে 'পেছনের দিকে সরছি' আর কান বলছে 'সামনের দিকে যাচ্ছি'এই বিভ্রান্তিই মোশন সিকনেসকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। অনেকের মস্তিষ্ক এই তথ্যের অমিল সহ্য করতে পারে না, আর তার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় প্রচণ্ড মাথাব্যথা আর বমি।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গতির অভিমুখে অর্থাৎ সোজা মুখ করে বসলে, মস্তিষ্ক আগে থেকেই অনুমান করতে পারে কখন গাড়িটি বাঁক নেবে বা কখন গতি বাড়বে। কিন্তু উল্টো দিকে বসলে মস্তিষ্ক এই আগাম আভাস পায় না। ফলে প্রতিটি ঝাঁকুনি বা মোড় ঘোরার সময় শরীর অপ্রস্তুত থাকে, যা স্নায়ুর ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় উল্টো দিকে মুখ করে বসলে এই সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। উল্টো সিটে বসতে হলে যা করবেন পরিস্থিতির চাপে যদি উল্টো দিকের সিটেই বসতে হয়, তবে কিছু কৌশল মেনে চললে কষ্ট কিছুটা কমানো সম্ভব: চোখ বন্ধ রাখুন: যদি দেখেন জানালার বাইরের দৃশ্য দেখে বেশি খারাপ লাগছে, তবে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিন। এতে চোখ থেকে মস্তিষ্কে ভুল সংকেত যাওয়া বন্ধ হবে। মাথা স্থির রাখুন: সিটের হেলান বা পিলোর সাহায্যে মাথা যতটা সম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করুন। মাথা যত কম নড়বে, কানের ভেতরের ভারসাম্য তত কম বিঘ্নিত হবে। মাঝখানের সিট বেছে নিন: ট্রেনের ক্ষেত্রে কামরার একদম মাঝখানের দিকে বসার চেষ্টা করুন, সেখানে ঝাঁকুনি তুলনামূলক কম অনুভূত হয়। গল্প বা গানে মন দিন: অন্য কোনও দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দিন। কারোর সঙ্গে কথা বলুন বা প্রিয় কোনও গান শুনুন। তবে ভুলেও মোবাইল বা বইয়ের দিকে তাকাবেন না, তাতে হিতে বিপরীত হবে।

গরমে শরীর চনমনে রাখতে আজই ট্রাই করুন এই ৩টি স্পেশাল মকটেল

গ্লাসে আমের পাল্প, জিরে গুঁড়ো আর সামান্য কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এতে স্বাদমতো চিনি যোগ করুন। এবার সোডা ওয়াটার মিশিয়ে আলতো করে নাড়িয়ে নিন। লঙ্কার হালকা ঝাল আর আমের টকএই যুগলবন্দি আপনাকে এক নিমেষে রিফ্রেশ করে দেবে।

বসন্তের আমেজ ফুরিয়ে রোদের তেজ একটু একটু করে বাড়ছে। এখনই গরমের প্রচণ্ড উত্তাপ না থাকলেও, দুপুরের রোদে বেরোলে গলার কাছটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। আসলে গরম আসা আর গরম পড়াএই মাঝখানের সময়টাই শরীরকে সবথেকে বেশি ভোগায়। তাই এই মরসুমে নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা আর ক্লান্তি দূর করাটাই আসল চ্যালেঞ্জ। বাড়ির সাধারণ কিছু উপকরণ ব্যবহার করে যদি ক্যাফে স্টাইল মকটেল বানিয়ে নেওয়া যায়, তবে রোদের ক্লান্তি নিমেষে ভ্যানিশ হতে বাধ্য। আগামী দিনগুলোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে আর নতুনত্বের স্বাদ পেতে দেখে নিন এই ৩টি রিফ্রেশিং পানীয় ট্রাই করুন বাড়িতেই।

মিন্ট-তরমুজ মকটেল- বাজারে এখন তরমুজ আসা শুরু হয়েছে। এই ফলে জলের পরিমাণ বেশি থাকায় এটি শরীরকে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। উপকরণ: এক বাটি তরমুজের টুকরো (বীজ ছাড়া), এক মুঠো টাটকা পুদিনা পাতা, ১ চামচ লেবুর রস, বিট নুন এবং বরফ কুচি। পদ্ধতি: প্রথমে তরমুজ ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি গ্লাসে পুদিনা পাতা আর লেবুর রস দিয়ে হালকা করে থেঁতো করে নিন যাতে তার নির্যাসটা চমৎকারভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে তরমুজের রস আর বিট নুন মিশিয়ে দিন। ওপর থেকে সামান্য বরফ ছড়িয়ে দিলেই তৈরি আপনার ড্রিংক।

শসা-লেবুর জুস- শসা শরীরকে শীতল রাখতে- অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আদার হালকা ঝাঁজ এই পানীয়তে এক অন্য মাত্রা যোগ করে, যা এই সময়ের আলস্য কাটিয়ে আপনাকে চনমনে রাখবে। উপকরণ: স্লাইস করা শসা, সামান্য আদা কুচি, চিনি বা মধু, সোডা ওয়াটার এবং পুদিনা। পদ্ধতি: ব্লেন্ডারে শসা, আদা আর সামান্য জল দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে ছেঁকে নিন। এবার সেই রসে মিষ্টির জন্য মধু বা চিনি মেশান। গ্লাসে ঢেলে তাতে ঠান্ডা সোডা বা জল মিশিয়ে দিন। লেবুর স্লাইস আর বরফ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। কাঁচা আমের স্পাইসি মোহিতো কাঁচা আমের গন্ধটাই যেন মনে করিয়ে দেয় যে গরম আসছে। সাধারণ আম পোড়া শরবতে একটু মডার্ন টুইস্ট দিলেই কেল্লাফতে! উপকরণ: সেদ্ধ করা কাঁচা আমের পাল্প, ভাজা জিরে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, বিট নুন এবং সোডা। পদ্ধতি: গ্লাসে আমের পাল্প, জিরে গুঁড়ো আর সামান্য কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এতে স্বাদমতো চিনি যোগ করুন। এবার সোডা ওয়াটার মিশিয়ে আলতো করে নাড়িয়ে নিন। লঙ্কার হালকা ঝাল আর আমের টকএই যুগলবন্দি আপনাকে এক নিমেষে রিফ্রেশ করে দেবে।

পুষ্টিবিদদের মতে, মরসুম বদলের এই সময়ে হঠাৎ ঠান্ডা বা কোল্ড ড্রিঙ্কস না খেয়ে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই পানীয়গুলো বেছে নেওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। শসা ও তরমুজ শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স বজায় রাখে, যা আসন্ন গরমে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। তাই সুস্থ থাকতে আর সতেজ থাকতে এই ঘরোয়া ড্রিঙ্কসগুলোই হোক আপনার সঙ্গী।

ব্যায়াম করার পর সযত্নে গুটিয়ে রাখা ম্যাটটিও রোগ ছড়াতে পারে

নানা রকমের ব্যায়াম, প্রাণায়াম এবং সব শেষে মিনিট দুয়েক শবাসন। এই হল রোজ সকালের রুটিন। তার পর অফিসে বেরোনোর তাড়া। যোগাসন করার পর ম্যাট গুটিয়ে "রোল" করতে করতেই ছকে নিতে হয় সারা দিনের পরিকল্পনা। কোনও দিনই আলাদা করে ম্যাট রোদে দেওয়া বা জল দিয়ে ধোয়ার কথা মনে হয় না। শরীরচর্চা করার পর ম্যাট না গুটিয়ে নিদেনপক্ষে পাখার তলায় খুলে রাখলেও হয়। কিন্তু সে সময় নেই। দিনের পর দিন এই ভাবে রেখে দিলে ম্যাট থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো অস্বাভাবিক নয়। তবে চিকিৎসকেরা বলছেন, দুর্গন্ধ তো বটেই, চিন্তা বেশি ত্বকের রোগ নিয়ে। ম্যাটের উপর জমে থাকা ঘাম, ধুলো-ময়লা থেকে ব্যাক্টেরিয়া এবং ছত্রাকের জন্ম হয়। যেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। দিনের পর দিন ওই ম্যাট ব্যবহার করলে সেখান থেকে ত্বকে সংক্রমণ হতেই পারে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত স্নান করলে কিংবা কাচা পোশাক পরলেও সংক্রমণের ভয় থেকে যায়। তাই নিয়মিত এই ম্যাটটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য যে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হয়, এমন নয়। বাড়িতে তৈরি বিশেষ মিশ্রণ দিয়েও ম্যাট পরিষ্কার করা যায়। কী ভাবে সেই মিশ্রণ তৈরি করতে হয়, জেনে নিন।

প্রথমে স্প্রে বোতলের মধ্যে সমপরিমাণে জল এবং ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এ বার এই তরলের মধ্যে দিন ৫ থেকে ৬ ফোঁটা টি ট্রি অয়েল। ব্যস, ম্যাট পরিষ্কার করার সলিউশন তৈরি। ম্যাটের উপর ছড়িয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে ম্যাট পরিষ্কার করেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপর শুয়ে পড়বেন না। খোলা হাওয়ার রেখে ম্যাট শুকিয়ে নিয়ে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি বার ম্যাট পরিষ্কার করার আগে এই মিশ্রণ ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে এক বার তরল সাবান দিয়ে স্পঞ্জের ম্যাট কাচাও যেতে পারে। তবে ওয়াশিং মেশিনে না দেওয়াই ভাল।

ত্বকের ট্যান দূর করতে পারে নারকেল তেল

ত্বকে এক বার ট্যান পড়লে, সহজে তা দূর করা যায় না। নানা প্রসাধনী ব্যবহার করেও ত্বক ঝকঝকে করে তোলা যায় না। তাই ট্যান তুলতে ভরসা হতে পারে নারকেল তেল। এমনিতে চুলের যত্নে নারকেল তেলের জুড়ি মেলা ভার। রূপচর্চায় নারকেল তেলের ভূমিকা সত্যিই অনবদ্য। কিন্তু শুধু নারকেল তেল ব্যবহার করার চেয়ে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই ট্যানের দাগ সহজেই দূর হয়ে যায়।

নারকেল তেল ব্যবহার করে ট্যান তোলার উপায় রইল।

১) ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে একচিমটে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। তার পর উষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলুন। ভাল ফল পেতে সপ্তাহে তিন বার ব্যবহার করুন।

২) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল এবং ২ টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে নিন। ত্বকের যে যে অংশে রোদ লেগে কালচে ছোপ পড়েছে, সেখানে মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। সপ্তাহে দু'বার এই মিশ্রণ মাখলেই দাগ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করবে। ৩) ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে অর্ধেকটা পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। যেন তেল এবং রস আলাদা না করা যায়। আঙুলের সাহায্যে রোদে পোড়া জায়গায় মিনিট ১৫ মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। কিছু ক্ষণ পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'-তিন বার ব্যবহার করলেই ফল নজরে আসবে।

বঙ্গ কয়লা কেলেঙ্কারি তদন্তে জোরদার তৎপরতা, তিন রাজ্যে আই-প্যাক সংযুক্ত স্থানে হানা ইডির

বেঙ্গালুরু/নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের কয়লা পাচার কাণ্ডে তদন্তে নেমে তিন রাজ্যে একাধিক স্থানে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু, দিল্লি ও হায়দরাবাদে আই-প্যাক-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় বলে সূত্রের খবর।

আই-প্যাকের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করছেন। এই প্রেক্ষাপটেই ইডির এই তল্লাশি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এটি একটি সর্বভারতীয় অভিযান। সকাল থেকেই স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আই-প্যাকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ঠিকানাগুলিতে তল্লাশি ও জব্দের কাজ শুরু হয়।

উল্লেখ্য, এর আগেও পশ্চিমবঙ্গে আই-প্যাকের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান, যা নিয়ে ব্যাপক রাজনৈতিক চর্চা হয়। ইডি অভিযোগ করেছিল, তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে তারা আদালতের দ্বারস্থও হয়।

এই কয়লা পাচার মামলায় নতুন করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতেই এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ইডির তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি, তবে তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই মামলায় অর্থ পাচারের প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুতে আই-প্যাকের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে।

অভিযোগ, প্রায় ১০ কোটি টাকা হাওয়ালা মারফত আই-প্যাকে পৌঁছেছিল এবং ২০২২ সালের গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে ভূমিকার জন্য এই অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে শুরু হওয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়লা পাচার কাণ্ডে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড-এর খনি এলাকা থেকে বেআইনি কয়লা উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগ রয়েছে, যার আর্থিক পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকার। এই মামলার মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা ২০২৪ সালে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

এই কেলেঙ্কারিতে ইসিএল আধিকারিক, সিআইএসএফ কর্মী এবং একাধিক রাজনৈতিক ও বেসরকারি সংস্থার যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে। ইডির দাবি, এই মামলার আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে আই-প্যাকের যোগসূত্র রয়েছে।

তদন্তে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাধার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই ইডি আইনি পদক্ষেপও নিয়েছে, ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে টানাপোড়েন আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

P'NIET No.:01/EE/MNP/PWD/R&B)/2026-27, DL01/04/2026
The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid/ Technical Bid
1	01/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2026-27	Upto 3.00 PM on 07/04/2026	At 4.00 PM on 07/04/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in Thepress notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in
For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura
ICA/C-11/26

Notice Inviting Tender for providing consultancy service for NABL accreditation work for State Pesticides Testing Laboratory
Sealed tenders are invited, on behalf of the Governor of Tripura, from the reputed consultant firm or their authorized sole agents for providing consultancy service for NABL accreditation work for State Pesticides Testing Laboratory located at State Agriculture Research Station, Arundhatinagar, Tripura (W). Tender will be received from 08/04/2026 to 10/04/2026 up to 3.00PM and will be opened on the same day at 4.00PM if possible. Preferred Qualification criteria and Scope of work are given in https://agri.tripura.gov.in/
Sd/-
(Dr. Uttam Saha)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar, Tripura(W)
ICA/C-15/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA,
Notice inviting e- tender.
PNIe-T- No: 23/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated: 31/03/2026**
The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time Of Completion
1	Improvement of pond by protection wall & road around Daspara Pond under Ward No-14.AMC. **D.N.I.E.T No. 52/EE/DIV-I/AMC/2025-26**	Rs.43,36,6535/-	Rs.86,733/-	180 (One hundred eighty) days
2	Construction of Passenger Shed/ Bus Stop under 7-Ramnagar Assembly Constituency under BEUP Scheme. **D.N.I.E.T No. 53/EE/DIV-I/AMC/2025-26**	Rs.19,41,982/-	Rs.38,840/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 06-04-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 06-04-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

এলএসজি দলে নেই স্পষ্ট পরিচয়, কড়া সমালোচনায় অভিনব মুকুন্দ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): লখনউ সুপার জায়ান্টস (এলএসজি)-এর দলগত গঠন ও কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অভিনব মুকুন্দ। তাঁর মতে, দলে এখনও কোনও নির্দিষ্ট পরিচয় বা স্থিরতা গড়ে ওঠেনি।

সম্প্রতি লখনউ সুপার জায়ান্টস ও দিল্লি ক্যাপিটালস-এর ম্যাচে দিল্লির কাছে ছয় উইকেটে হারের পর এই মন্তব্য করেন তিনি। ওই ম্যাচে সমীর রিজভী-এর অপরাজিত ৭০ রান এবং ট্রিস্টান স্টাবস-এর সঙ্গে ১১৯ রানের জুটি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

মুকুন্দ বলেন, "লখনউ দলকে নিয়ে আমি খুবই অনিশ্চিত। তারা আইপিএলের তুলনামূলক নতুন দল। কিন্তু গুজরাট টাইটানস ধীরে ধীরে নিজেদের একটা পরিচয় তৈরি করেছে। তাদের খেলার ধরন পরিষ্কারবোলিং নির্ভর এবং স্পিনারদের উপর ভরসা।"

তিনি আরও যোগ করেন, এলএসজি বরাবরই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের উপর নির্ভরশীল। "হঠাৎ করে কেউ ভালো খেলবেযেমন মার্ক উড এসে পাঁচ উইকেট নিয়ে নেবেএই ধরনের ব্যক্তিগত সাফল্যের উপর নির্ভর করে দল। কিন্তু দলগত ধারাবাহিকতা নেই," বলেন মুকুন্দ।

দলের ভারসাম্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর মতে, ব্যাটিং-বোলিংয়ের সমন্বয় ঠিক হয়নি। "আজও দেখলাম সাতজন ব্যাটার ও চারজন বোলার নিয়ে দল নামানো হয়েছে। গত মরসুমের আবিষ্কার হয়েও স্পিনারকে খেলানো হয়নি,"মন্তব্য তাঁর।

সব মিলিয়ে, এলএসজি-র দল নির্বাচন, কৌশল এবং ধারাবাহিকতাসব কিছু নিয়েই প্রশ্ন তুলে আইপিএলে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিনব মুকুন্দ।

সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি

সকল অভিভাবকের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে শিশুর আধার কার্ডে দু"বার বায়োমেট্রিক আপডেট একবার যখন তাদের বয়স ৫ বছর হয় এবং দ্বিতীয়বার ১৫ বছর [Biometric update] করানো বাধ্যতামূলক বয়সে। আধারের বায়োমেট্রিক আপডেট করার জন্য নিকটস্থ আধার কেন্দ্রে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিশুর ছবি, দশটি আঙুলের ছাপ এবং উভয় চোখের আইরিস স্ক্যান করা হবে।

বর্তমানে অনেক পরিষেবার জন্য "আধার ভিত্তিক পরিচয় আবশ্যক। শিশুদের স্কুলে ভর্তি, বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় (NEET,JEE ইত্যাদি) নিবন্ধীকরণ, বিভিন্ন বৃত্তি ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পেতে গেলে ৫—৭ বছর বয়সের মধ্যে এবং ১৫-১৭ বছর বয়সের মধ্যে আপনার শিশুর বায়োমেট্রিক আপডেট করানো আবশ্যক। এই সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় বায়োমেট্রিক আপডেট না করালে শিশুর 'আধার" নিষ্ক্রিয় (inactive) হয়ে যেতে পারে, যার ফলে পরবর্তী সময়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

অতএব, সমস্ত অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে যদি আপনার সন্তানের বয়স ৫—৭ বছর অথবা ১৫—১৭ বছরের মধ্যে হয়, তাহলে অতিসত্ত্বর নিকটবর্তী আধার কেন্দ্রে গিয়ে আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় বায়োমেট্রিক আপডেট বিনামূল্যে করিয়ে নিন। সমস্ত মহকুমা শাসক অফিসে, আগরতলা পৌর নিগম অফিসে এবং ব্লক অফিসগুলোতে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত আধার কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বায়োমেট্রিক আপডেট ক্যাম্প করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

ICA/D-06/26 **(M.Deb)**
SE(HQ), HDO, O/O CE(RD)

ভবানীপুর জিতলেই বাংলায় শাসন পরিবর্তন: অমিত শাহ

কলকাতা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফলই পশ্চিমবঙ্গে শাসন পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে এক রোডশো-তে অংশ নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।

এই কেন্দ্রে মুখোমুখি হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে আয়োজিত রোডশো থেকে শাহ বলেন, "বিজেপি একে একে জিতে ১৭০টি আসনের দিকে এগোচ্ছে। তবে একটি শর্টকাটও আছেযদি ভবানীপুরের মানুষ সঠিক প্রার্থীকে জেতান, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলায় শাসন পরিবর্তন হবে।"

তিনি আরও বলেন, ২০২১ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীকে পরাজিত করেছিলেন। "সেবার মুখ্যমন্ত্রী হেরে গেলেও সরকার গড়েছিলেন। তাই এবার আমি শুভেন্দুকে বলেছি, নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুটি কেন্দ্র থেকেই লড়তে। এবার তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় হারবে এবং মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরেও পরাজিত হবেন," দাবি করেন শাহ।

এছাড়া তিনি জানান, নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত ১৬ দিন ধরে ধাপে ধাপে তিনি পশ্চিমবঙ্গে থাকবেন এবং একাধিক জনসভা করবেন।

অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উত্তেজনা ছড়ায়। অমিত শাহ ও শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং-এর দিকে যাওয়ার সময় হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা জড়ো হয়ে বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় এক বিজেপি সমর্থক গুরুতর জখম হন। পরে কনভয় সরে যাওয়ার পর বিজেপি সমর্থকরাও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখায় বলে অভিযোগ, যার জেরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। ঘটনার পর রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বীরভূমে রাস্তা নির্মাণ ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের উপর হামলা গ্রেফতার ১৪

কলকাতা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়িতে রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে অন্তত ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি বুধবার গভীর রাতে সিউড়ির কাঁকুরিয়া গ্রামে ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে আগে থেকেই রাস্তা নির্মাণ নিয়ে সমস্যা চলছিল। বুধবার রাতে নির্মাণকারী সংস্থা জেসিবি মেশিন নিয়ে কাজ শুরু করলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বচসা বাধে, যা দ্রুতই সংঘর্ষে পরিণত হয়।

খবর পেয়ে সিউড়ি থানার আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। অভিযোগ, সেই সময় একাংশ গ্রামবাসী পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। হামলায় একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন এবং পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়।

গুরুতর জখম হন আইসি শৈলেন্দ্র উপাধ্যায়। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। দুটি কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, "এই ঘটনায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা রয়েছেন। আহত পুলিশকর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা উঠেছিল। তবে এই ঘটনায় দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়।

AFFIDAVIT
I Sri Rajendra Kumar Singha, Son of Late Sanarup Singha, resident of Baidyardighi (Kasba), P.O. Dhajanagar, P.S. Bishalgarh, Sepahijala, Tripura, PIN-799102, do hereby declare that my name is recorded as Rajendra Sinha, Rajendra Kumar Shingha, and Rajendra Singha in various documents including Citizenship Certificate, Voter ID, Aadhaar and PAN Card. That vide Affidavit No. 3669 dated 30/03/2026 before the Notary Public at Bishalgarh, Sepahijala, Tripura, I declare that all these names refer to the same and one identical person, and my actual and correct name is Sri Rajendra Kumar Singha.

উড়ান নিরাপত্তায় কড়া নজর জানুয়ারি-মার্চে ২৯টি বিশেষ অডিট ডিজিসিএ-র: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): দেশের উড়ান নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ২৯টি 'স্পেশাল অডিট' এবং ১২টি 'রেগুলেটরি অডিট' চালিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন। বৃহস্পতিবার লোকসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহোল।

মন্ত্রী জানান, ২০২৫ সালেও অসামরিক বিমান পরিবহন ক্ষেত্রে ৫৬টি রেগুলেটরি অডিট এবং ৯টি সেফটি অডিট করা হয়েছে, যার মধ্যে বিমান সংস্থা ও বিমানবন্দর অপারেটররাও অন্তর্ভুক্ত।

ডিজিসিএ-র পক্ষ থেকে একটি সুসংগঠিত সেফটি ওভারসাইট ব্যবস্থা চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে নিয়ম ও 'সিভিল এভিয়েশন রিকোয়ারমেন্টস' মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা নজরে রাখা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে রেগুলেটরি অডিট, নাইট সার্ভিল্যান্স, র‍্যাম্প ইন্সপেকশন, স্পট চেক এবং বিশেষ অডিট।

মন্ত্রী আরও জানান, ডিজিসিএ তাদের ওয়েবসাইটে বার্ষিক নজরদারি পরিকল্পনা প্রকাশ করে। অডিট বা পরিদর্শনে কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে তা সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরবর্তী অডিটে তার বাস্তবায়ন যাচাই করা হয়।

এছাড়াও ২৭ মার্চ ডিজিসিএ 'কেন্দ্র ও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিমান যাত্রা' সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে, যাতে এই ধরনের উড়ানে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নন-শিডিউলড অপারেটরস পারমিট (এনএসওপি) হোল্ডারদের ক্ষেত্রেও ডিজিসিএ দুই দফায় সেফটি অডিট সম্পন্ন করেছেফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে। ভবিষ্যতে আরও দুই দফা অডিটের পরিকল্পনাও রয়েছে।

উল্লেখ্য, এনএসওপি হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স যা চার্টার ফ্লাইট, কার্গো পরিষেবা বা অন-ডিমান্ড উড়ান পরিচালনার অনুমতি দেয়, যেখানে নির্দিষ্ট সময়সূচি মানার বাধ্যবাধকতা থাকে না।

অডিট চলাকালীন কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে ডিজিসিএ জরিমানা সহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের বারামতিতে সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে। ওই দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট সংস্থা ভিএসআর ভেঞ্চারস-এর উপর বিশেষ অডিটের নির্দেশ দেয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক।

৭ আগস্ট মুক্তি পাবে রাজ কুন্দ্রার 'দ্য গ্রেট পাঞ্জাব রবারি'

মুম্বই, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): অভিনেতা-ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা অভিনীত নতুন পাঞ্জাবি ছবি দ্য গ্রেট পাঞ্জাব রবারি-র মুক্তির দিন ঘোষণা করা হল। ছবিটি আগামী ৭ আগস্ট, ২০২৬-এ বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির মোশন পোস্টার প্রকাশ করেন রাজ কুন্দ্রা। পোস্টারে তাঁকে এক রুক্ষ ও তীব্র চরিত্রে দেখা যায়, হাতে রাইফেলযা ছবির অ্যাকশন ও নাটকীয়তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। নির্মাতাদের কথায়, এই ছবি সাহস, বিদ্রোহ ও ভাগ্যের এক অনন্য কাহিনি তুলে ধরবে।

ছবিতে রাজ কুন্দ্রার পাশাপাশি অভিনয় করেছেন পায়েল রাজপুত, গারভিতা সাধওয়ানি, মহাবীর ভুল্লার, পরমবীর সিং, অঙ্কিত সাগর, অমিত বেহল এবং কুলভীর সোনি।নির্মাতাদের দাবি, 'দ্য গ্রেট পাঞ্জাব রবারি' পাঞ্জাবি সিনেমায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং দর্শকদের জন্য এক ভিন্নধর্মী অ্যাকশন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে মেহার ছবির মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন রাজ কুন্দ্রা। এছাড়াও তিনি দ্য ট্রেটরস নামের একটি রিয়্যালিটি শো-তেও অংশ নিয়েছিলেন, যা ডি ভেরাডার্স-এর ভারতীয় সংস্করণ।

পুল পরিষ্কার থেকে পদক জয়অসমের কুস্তিগির দেবী দাইমারির লড়াই অনুপ্রেরণা

অম্বিকাপুর, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): প্রতিকূলতার মধ্যেই সাফল্যের পথ তৈরি করাএই কথার বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠেছেন অসমের কুস্তিগির দেবী দাইমারি। কঠিন জীবনসংগ্রাম পেরিয়ে 'খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস'-এ মহিলাদের ৬২ কেজি বিভাগে রুপো জিতে নজর কেড়েছেন তিনি।

অসমের গোলাঘাট জেলার দিনেশপুর গ্রামের বাসিন্দা দেবী মাত্র সাত বছর বয়সে বাবা-মাকে হারান। এরপর কাকা-কাকিমার কাছে বড় হওয়া। আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি নানা ছোটখাটো কাজ করে চালাতে হয়েছে জীবন ও প্রশিক্ষণ।

২০২২ সালে কাজিরাঙার কাছে বোকাখাটে একটি খেলো ইন্ডিয়া সেন্টারে কুস্তির প্রশিক্ষণ শুরু করেন দেবী। কিন্তু থাকার জন্য ভাড়া দিতে না পারায় তাঁকে পার্ট-টাইম কাজ করতে হয়। প্রথমে একটি দোকানে মাসে ২৫০০ টাকায় কাজ, পরে একটি রিসর্টে চাকরিযেখানে তিনি সুইমিং পুল পরিষ্কার করতেন। মাসে প্রায় ৭০০০ টাকা উপার্জন করতেন।

দিনভর কাজের পর সন্ধ্যায় মাত্র দুই ঘণ্টা অনুশীলনএই কঠোর পরিশ্রমই তাঁকে এনে দিয়েছে সাফল্য। দেবীর কথায়, "এই পদক আমার পরিশ্রমের ফল। তবে আমি এতে সন্তুষ্ট নই, এবার সোনা জিততে চাই।"

কুস্তিতে আসার আগে তিনি পাওয়ারলিফটিং ও আর্ম রেসলিং করতেন। ২০২২ সালে কোচ অনুস্তুপ নারাহ তাঁর প্রতিভা দেখে কুস্তিতে আসার পরামর্শ দেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাও করেন।

শুরু করার বছরেই সিনিয়র স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জন করেন দেবী। এরপর ২০২৪ সালে রাজ্য স্তরে সোনা জিতে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দেন।

২০২৫ সালে বিয়ের পর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সমর্থন তাঁর লড়াইকে আরও শক্তিশালী করেছে। তাঁর স্বামী বেঙ্গালুরুতে কাজ করেন এবং নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে পাশে থাকেন।

এখন দেবীর লক্ষ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করা। কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি এগিয়ে চলেছেন নিজের স্বপ্নপূরণের পথে।

অসমে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ রাহুলের, 'জমি লুটে কর্পোরেটদের দিচ্ছে সরকার' অভিযোগ

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার কর্বি আংলং জেলার বোকাজানে নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে এবং সরকার 'ল্যান্ড এটিএম'-এর মতো কাজ করছে। রাহুলের দাবি, সাধারণ মানুষের জমি কেড়ে নিয়ে তা বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, এই প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-রও ভূমিকা রয়েছে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী মুখ্যমন্ত্রীকে "দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী" বলেও কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধেও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন তিনি। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন।

রাহুল দাবি করেন, অসমে প্রায় ৯৮,৪০০ বিঘা জমি তিনটি বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, এই নীতি সাধারণ মানুষের বদলে বড় ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

এদিন তিনি কংগ্রেস প্রার্থী রাতন ইংতির সমর্থনে প্রচার করেন। আগামী ৯ এপ্রিল এক দফায় অসম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ফল ঘোষণা হবে ৪ মে। ভোটের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। জমি, দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেস যেখানে বিজেপি সরকারকে নিশানা করছে, সেখানে উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে সামনে রেখে পাল্টা প্রচার চালাচ্ছে শাসক শিবির।

মালদায় বিচারিক আধিকারিকদের হেনস্থার পিছনে বিজেপি-ইসির 'ষড়যন্ত্র': অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): মালদার কালিয়াচকে বিচারিক আধিকারিকদের হেনস্থার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এটি একটি "যৌথ ষড়যন্ত্র", যার উদ্দেশ্য বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পথ তৈরি করা।বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ছিল বিচারিক আধিকারিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এখন আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকায় প্রশাসনের উপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু আমি সকলকে অনুরোধ করছি, প্ররোচনায় পা দেবেন না।"তিনি আরও বলেন, "যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের ক্ষোভ স্বাভাবিক। কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। মালদার ঘটনার পিছনে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা রয়েছে। তাদের লক্ষ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করা এবং রাষ্ট্রপতি শাসন চাপানো।"

পরোক্ষভাবে তিনি অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) এবং আম আদমি উন্নয়ন পার্টি-র ভূমিকাও ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, "একদিকে হায়দরাবাদ থেকে কেউ এসে উসকানি দিয়েছে, অন্যদিকে এক বিশ্বাসঘাতক বিজেপির মদতে মাঠে নেমেছে। তারা আপনাদের রাস্তা অবরোধ ও বিচারকদের ঘেরাও করতে প্ররোচিত করেছে।"উল্লেখ্য, এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি-র মূল ঘাঁটি হায়দরাবাদে। অন্যদিকে, তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর নিজের দল গড়ার পর থেকেই বিতর্কে রয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা যদি না চান বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসুক, তাহলে শান্তি বজায় রাখুন। মালদার ঘটনা বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। নতুন মুখ্যসচিব পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেননি। আমি অনুরোধ করছি, কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।"এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে এবং রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তরজা শুরু হয়েছে।

মুজফ্‌ফরপুরে খেসারি লাল যাদবের অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা, লাঠিচার্জ পুলিশের

পাটনা, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে একটি পশু মেলায় ভোজপুরি গায়ক খেসারি লাল যাদব-এর অনুষ্ঠানের আগে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়।

ঘাটি ঘটে গরহা থানার আওতাধীন ঔরাই ব্লকে, যেখানে প্রাক্তন মন্ত্রী রাম সুরত রাইয়ের উদ্যোগে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। গায়কের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষ মঞ্চের দিকে ছুটে আসেন, ফলে হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরি হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এত বড় জনসমাগমের তুলনায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে।

চোখে দেখা সাক্ষীদের মতে, এই হুড়োহুড়িতে অনেকেই পড়ে গিয়ে আহত হন। যদিও গুরুতর আঘাত বা মৃত্যুর কোনও সরকারি নিশ্চিত খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

এই বিশৃঙ্খলার জেরে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভেস্তে যায়। মঞ্চ এলাকা খালি করে দেওয়া হয় এবং অনেক দর্শক আতঙ্কে স্থান ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও এই মেলাকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কিছুদিন আগে শিল্পীদের মধ্যে বচসার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, যা আয়োজনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

সাম্প্রতিক ঘটনাটির ভিডিওও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ভিড় সামলানোর চেষ্টা করছে এবং মানুষ আতঙ্কে দৌড়চ্ছেন। এই ঘটনা মেলার নিরাপত্তা ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে বড়সড় গাফিলতির দিকেই ইঙ্গিত করছে বলে মত স্থানীয়দের।

অসম নির্বাচন: বোডোল্যান্ডের জন্য 'পিপলস ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ ইউপিপিএলের

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের আগে বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন (বিটিআর)-কে কেন্দ্র করে নিজেদের নির্বাচনী রূপরেখা ঘোষণা করল ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারাল (ইউপিপিএল)। বৃহস্পতিবার দলের সভাপতি তথা বিটিআরের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার প্রমোদ বোরো-র নেতৃত্বে প্রকাশিত হয় "পিপলস ম্যানিফেস্টো"।

দলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ইস্তেহারের মূল লক্ষ্য হল বোদো শান্তি চুক্তি-র পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা। শান্তি, পরিচয় রক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রসারএই তিনটি স্তম্ভকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে।

ইউপিপিএল তাদের ইস্তেহারে জানিয়েছে, বিটিআরে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে গঠন করা হবে বিশেষ শান্তি কমিটি। পাশাপাশি ভূমির অধিকার সুরক্ষা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হবে। "মা, মাটি, জাতি, শিক্ষা ও শান্তি"এই পাঁচটি বিষয়কে ভিত্তি করে ইস্তেহারটি তৈরি হয়েছে।

দলটি দাবি করেছে, বিটিআরের দুই ডজনেরও বেশি জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউপিপিএল বড় পরিকাঠামোগত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হাজার হাজার গ্রামে সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গঠন এবং বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ইউপিপিএল। আসন্ন ৯ এপ্রিলের নির্বাচনের আগে আসন বণ্টন নিয়ে মতপার্থক্যের জেরে দলটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) জোট ছেড়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উল্লেখ্য, বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে (বিটিসি) সাফল্যের পর থেকেই অসম রাজনীতিতে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে ইউপিপিএল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোকরাঝাড় পূর্ব ও সিদলি-সহ একাধিক কেন্দ্রে জয়লাভ করে বিটিআরে তাদের প্রভাব আরও বাড়ায় দলটি।

বর্তমানে ইউপিপিএল নিজেদেরকে বিটিআর-কেন্দ্রিক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, যারা শান্তি ও উন্নয়নের পাশাপাশি বোডো জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। আসন্ন নির্বাচনে এই ইস্তেহারের মাধ্যমে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জনের লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দলটি।

জঙ্গল-পথ পেরিয়ে জাতীয় মঞ্চে, ভারতীয় হকিতে আদিবাসী শক্তির উত্থান

রায়পুর, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস ২০২৬-এ হকিতে পুরুষ ও মহিলাদুই বিভাগেই সোনা জিতে নজর কাড়ল ওড়িশা। তবে এই সাফল্য শুধু পদকের নয়, বরং দেশের আদিবাসী অঞ্চলে হকির মাধ্যমে বদলে যাওয়া জীবনের গল্পও তুলে ধরল।

রায়পুরের বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পুরুষ বিভাগে ঝাড়খণ্ডকে ৪-১ ব্যবধানে হারায় ওড়িশা। মহিলাদের বিভাগে মিজোরামকে ১-০ গোলে হারিয়ে সোনা জেতে তারা। পুরুষ বিভাগে ঝাড়খণ্ড পায় রুপো, ছত্তিশগড় পায় ব্রোঞ্জ। মহিলাদের বিভাগে ঝাড়খণ্ড ব্রোঞ্জ জিতে পডিয়াম সম্পূর্ণ করে।

এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে বহু বছরের সংগ্রাম। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের গ্রামাঞ্চলে বহুদিন ধরেই হকি জীবনের অংশগাছের ডাল দিয়ে তৈরি স্টিক, খালি পায়ে মাঠে খেলাসেখান থেকেই উঠে আসছে প্রতিভা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মান্দাইয়ে বুথ অফিস উদ্বোধন, বিজেপিতে যোগ দিলেন ১২ ভোটার

আগরতলা, ২ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে মান্দাই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার হয়েছে। ১৬ মান্দাইনগর—পুলিনপুর কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা জনজাতি জনগণের উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচারে নেমেছেন এবং কেন্দ্রজুড়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

এদিন মান্দাই বিধানসভার অন্তর্গত হদরায় ভিসির অধীন মিলিং মালাং এলাকায় ২০ নম্বর বুথ অফিসের উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ৪টি পরিবারের মোট ১২ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করেন। রাজেশ দেববর্মার হাত ধরে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন।

এদিন প্রার্থী রাজেশ দেববর্মা নিজের জয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি জনজাতি জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপিকে সমর্থন জানানোর জন্য ভোটারদের কাছে আবেদন রাখেন।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার হাত ধরে তেলিয়ামুড়ায় বিজেপিতে যোগ দিলেন ৫৩ ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল: আসন্ন টিটিএডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় নিচ্ছে। উন্নয়নমুখী প্রশাসন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রতি আস্থা রেখে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়ার সমর্থনে তিপ্রা মথা দল ছেড়ে ১৭ পরিবারের মোট ৫৩ জন ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। উত্তর মহারানী এলাকায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যোগদান সম্পন্ন হয়।

সেখানে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেন মন্ত্রী নিজেই। উপস্থিত সমর্থকদের মুখে উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও শান্তির প্রত্যাশাই ছিল প্রধান সুর।যোগদানকারী ভোটারদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তাঁরা বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, এই পদক্ষেপ এলাকার সামগ্রিক অগ্রগতিতে সহায়ক হবে।

এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "এডিসি ভিলেজ এলাকায় যত সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বাড়বে, ততই সাধারণ মানুষ বিকল্প খুঁজবে এবং বিজেপির প্রতি আস্থা বাড়বে।" তিনি দাবি করেন, প্রতিনিয়তই হাজার হাজার মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপিতে যোগদান করছেন, যা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের দলবদল স্থানীয় রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে এবং ভোটের অঙ্কেও নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে।

কলমচৌড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল গাঁজা উদ্ধার, আটক গৃহকর্তা

আগরতলা, ২ এপ্রিল: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ। এন্টি নারকোটিক্স ইউনিট এবং কলমচৌড়া থানার যৌথ অভিযানে সিপাহিজলা জেলার জুমেরটিলা এলাকায় একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মোট ১১টি ড্রামে মজুত থাকা প্রায় ৩১৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য বেশ উল্লেখযোগ্য বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ওই বাড়ির মালিক বদল মিয়াকে (৩৫) আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় কলমচৌড়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হবে এবং গোটা চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সরকারি দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ, বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে জলসংকটে চরম ভোগান্তি

আগরতলা, ২ এপ্রিল: সরকারি দায়িত্ব ভুলে মেলায় দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকার অভিযোগ উঠল বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল সংলগ্ন ওয়াটার পাম্প চালক বাপন সাহার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গতকাল থেকে তিনি পাম্প মেশিন চালাচ্ছেন না, যার ফলে হাসপাতালজুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র জলসংকট।

পাম্প মেশিন বন্ধ থাকায় হাসপাতালের শৌচালয় ব্যবস্থাও কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। শৌচালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বিশ্বজিৎ ঘোষ ও দীপক দত্ত বাধ্য হয়ে শৌচালয় বন্ধ করে দেন। এতে করে রোগী, তাদের পরিজন এবং হাসপাতালে আগত সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন বিশ্বজিৎ ঘোষ ও দীপক দত্ত। তাদের অভিযোগ, দায়িত্বে অবহেলা করে বাপন সাহা মেলায় দোকান পরিচালনায় ব্যস্ত রয়েছেন, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এদিকে, বিশ্রামগঞ্জে চলমান মেলার কারণে এলাকায় মানুষের ভিড় বেড়েছে বহুগুণ। হাসপাতালের সামনে থাকা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন অটোচালকও এই পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মেলায় আসা ব্যবসায়ী এবং দর্শনার্থীদের পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি রোগীরাও জল না থাকার কারণে ভীষণ সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষ করে শৌচালয়ে জল না থাকায় স্বাস্থ্যবিধি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও দায়িত্বে গাফিলতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে সর্বমহলে।

হরমুজ প্রণালী পার করেছে ৬ ভারতীয় জাহাজ, ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল(আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার অশান্ত পরিস্থিতির মাঝেও হরমুজ প্রণালী নিরাপদে পার করেছে ছয়টি ভারতীয় জাহাজ। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। একই সঙ্গে ইরান-সহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ভারত, যাতে বাকি জাহাজগুলিরও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা যায়।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এলপিজি, এলএনজি-সহ বিভিন্ন পণ্যবাহী ভারতীয় জাহাজগুলির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে একাধিক দেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। গত কয়েক দিনের এই কূটনৈতিক তৎপরতার ফলেই ইতিমধ্যে ছয়টি জাহাজ সফলভাবে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে।

তিনি আরও বলেন, "আমরা ইরান এবং ওই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি, যাতে আমাদের জাহাজগুলির বাধাহীন ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা যায়।"বর্তমানে পারস্য উপসাগরে প্রায় ১৮টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ আটকে রয়েছে বলে জানা গেছে। এই জাহাজগুলিতে মূলত অপরিশোধিত তেল, এলপিজি ও অন্যান্য জ্বালানি পণ্য রয়েছে।এদিন যুক্তরাজ্য-এর উদ্যোগে হরমুজ প্রণালী নিয়ে একটি বৈঠকে ভারতের অংশগ্রহণের কথাও নিশ্চিত করেছেন জয়সওয়াল। তিনি জানান, ভারতের তরফে বিদেশ সচিব ওই বৈঠকে অংশ নেবেন। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ, হরমুজ প্রণালী বিশ্বে তেল পরিবহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট।

কৈলাসহরে বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর উদযাপন, ছাত্রছাত্রীদের গান ও নৃত্যে মুখর অনুষ্ঠান

কৈলাসহর, ২ এপ্রিল: কৈলাশহরের পি.এম শ্রী রাধাকিশোর ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস হলে 'বন্দেমাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দ্বিতীয় পর্বের উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, জেলাশিক্ষা আধিকারিক রাজেশ দেববর্মা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ-অধিকর্তা অজয় দে, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিতিশ বিশ্বাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনা। তারা সম্মিলিতভাবে 'বন্দেমাতরম' গান পরিবেশন করে এবং সেই গানের তালে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও অতিথিরা বিদ্যালয়ে আয়োজিত শহীদদের ফটো গ্যালারি পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে দেশপ্রেমের আবহে মুখর হয়ে ওঠে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

আরবিএসকে-এনএইচএম ত্রিপুরার উদ্যোগে শ্রবণক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত শিশুদের স্ক্রিনিং ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম এবং আই.এল.এস. হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে ৩০ মার্চ শ্রবণক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য একটি বিশেষ স্ক্রিনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রবণ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য ক্যাম্পে মোট ৩৩ জন শিশুর আধুনিক পদ্ধতিতে স্ক্রিনিং করা হয়। অভিজ্ঞ ইএনটি বিশেষজ্ঞ ও অডিওলজিস্টদের একটি দল শিশুদের পরীক্ষা করেন। শ্রবণক্ষমতার মাত্রা ও ধরণ নির্ধারণের জন্য ব্রেইনস্টেম ইভোকড রেসপন্স অডিওমেট্রি, ওটো অ্যাকোস্টিক এমিশন সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য অডিওলজিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ক্লিনিক্যাল মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২৬ জন শিশুকে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এক জোড়া করে হিয়ারিং এইড প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগ শিশুদের শ্রবণক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাষা বিকাশ এবং সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।এছাড়াও ক্যাম্পে অভিভাবিকাদের জন্য একটি সচেতনতামূলক ও পরামর্শমূলক সেশন আয়োজন করা হয়। এতে প্রাথমিক চিকিৎসা, নিয়মিত ফলো-আপ, শ্রবণ ও বাক থেরাপির গুরুত্ব সম্পর্কে সহজভাবে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, আরবিএসকে কর্মসূচির আওতায় জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে চারটি প্রধান সমস্যা-জন্মগত ত্রুটি, বিভিন্ন রোগ, অপুষ্টি এবং বিকাশগত বিলম্ব প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এন.এইচ.এম.-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

খোয়াই আমতলীতে ঐতিহ্যবাহী দণ্ড পূজার সূচনা, উৎসাহে উচ্ছ্বসিত উড়িয়া সম্প্রদায়

খোয়াই, ২ এপ্রিল: খোয়াই জেলার আমতলী এলাকায় আজ শুরু হল উড়িয়া (উড়িষ্যা) সম্প্রদায়ের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দণ্ড পূজা। বহু বছরের এই ঐতিহ্যবাহী পূজাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমতলী এলাকায় তাঁতি সম্প্রদায়ের উদ্যোগে পূজার শুভ সূচনা করা হয়। আজ থেকে টানা ১৩ দিনব্যাপী ব্রত পালন করে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দণ্ড পূজা উদযাপন করা হবে।

এই পূজাকে কেন্দ্র করে শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে উড়িয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এই পূজাকে ঘিরে আলাদা উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

জানা গেছে, দণ্ড পূজার সময় তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষরা বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এছাড়া সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বড় আকারে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের রীতি রয়েছে। আজকের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। উদ্যোক্তারা সকলকে এই ঐতিহ্যবাহী পূজায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট

● প্রথম পাতার পর

পর অসহায় ওই মহিলা বিষয়টি পুলিশকে জানান এবং চরিলাম অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের কর্মকর্তাদের কাছেও অভিযোগ করেন। এরপর থেকে অভিযুক্তকে ধরতে তৎপরতা শুরু হয়।

অবশেষে দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শ্রমিক সংঘের সদস্যরা অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হন। ধৃত যুবকের নাম সুকান্ত দেবনাথ। জিজ্ঞাসাবাদে সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয়রা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

পড়াশোনার জন্য বকুনি

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, বর্তমান সময়ে পড়াশোনার চাপ ও মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার কিশোর-কিশোরীদের মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। তবে এই বিষয়ে সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগরতলা রেল স্টেশনে এসকফ

● প্রথম পাতার পর

এলাকায়। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, তার পিঠে ঝোলানো ব্যাগে করে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ বহন করছিল।

তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে মোট ৪৮ বোতল নিষিদ্ধ এসকাপ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর ধারা ২১(সি) ও ২৯ অনুযায়ী আগরতলা জিআরপিএস থানায় একটি মামলা (নং: ২০২৬/জিআরপি/০২১) রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজ্যে মহাধুমধামে পালিত হনুমান জয়ন্তী

● প্রথম পাতার পর

বিশেষভাবে লক্ষীনারায়ণ বাড়িতে ঘটা করে হনুমান জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। এখানে সকাল থেকেই পূজা এবং ভক্তিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন অসংখ্য মানুষ।

অন্যদিকে, রাজধানীর বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারেও হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মহাধূমধামে আয়োজন করা হয়েছে হনুমান পূজার। ধর্মীয় পরিবেশে ভক্তদের উপস্থিতি উৎসবের আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। সব মিলিয়ে, ভক্তি ও আস্থার আবহে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী।

২০১৮ সালের আগে

● প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন করতে হবে, যারা দীর্ঘদিন রাজ্য শাসন করেছে কিন্তু কিছুই দেয়নি। আমাদের সরকার আসার পর থেকে সবাইকে বিনামূল্যে চাল প্রদান করা হচ্ছে, আর বড়কাঁঠাল ২০৫টি পরিবার তা পাচ্ছে। আপনাদের সবকিছু ভেবে দেখা উচিত। ২০১৮-এর আগে জনজাতি মানুষ কখনো সম্মান পায়নি। কিন্তু বিজেপি আসার পর আমরা তাদের সম্মান দিয়েছি। এই সরকার জানে কীভাবে জনজাতির জন্য কাজ করতে হয় এবং কীভাবে তাদের সম্মান দিতে হয়।

এডিসি নির্বাচনে রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রায় ৩৫০০টি ইভিএম রাজ্যে আনা হয়েছে। আগরতলার উমাকান্ত স্কুল মাঠে এই ইভিএমগুলি রাখা হয়েছে এবং সেখান থেকেই সেগুলি বিভিন্ন জেলার স্ট্রং রুমে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন জানান, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত প্রস্তুতি জোরকদমে এগিয়ে চলছে। নির্ধারিত সময়সূচি মেনে ইভিএমগুলি সংশ্লিষ্ট জেলায় পাঠিয়ে নিরাপদে সংরক্ষণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, নির্বাচনের দিন যাতে কোনও ধরনের সমস্যা না হয়, তার জন্য প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিজেপিকে নিশানা

● প্রথম পাতার পর

সভায় বক্তারা রাজ্যের বিজেপি সরকারের গত আট বছরের কাজকর্ম নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নেতারা।

একই সঙ্গে, আসন্ন উপনির্বাচনে সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্তকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয় সভা মঞ্চ থেকে। নেতারা দাবি করেন, মানুষের অধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই ময়দানে নেমে পড়েছিলেন অমিতাভ দত্ত। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, ১৬ই মার্চ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও তার বহু আগে থেকেই এলাকায় প্রচার শুরু করেন তিনি। মঙ্গলবার ফের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ২৯ নম্বর বুথ এলাকায় ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার চালান। লিফলেট বিলির পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শোনেন এবং উন্নয়নের নানা পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগেভাগে প্রচারে নেমে পড়ায় শাসক দল বিজেপির উপর কিছুটা চাপ তৈরি হয়েছে। তবে অমিতাভ দত্তের বক্তব্য, আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি, তাই ভোট ঘোষণা আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি তারিখ মাত্র। আমাদের লড়াই অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, ৯ এপ্রিল সাধারণ মানুষ কাস্তে-হাতুড়ি-তারা প্রতীকে ভোট দিয়ে উপযুক্ত জবাব দেবেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিনের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে এই আসনটি শূন্য হয়। সেই প্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপনির্বাচন। এখন দেখার বিষয়, আগাম প্রচারের এই কৌশল বামফ্রন্টের পক্ষে কতটা ফলপ্রসূ হয়, নাকি ৪ঠা মে-র ফলাফলে অন্য কোনো সমীকরণ সামনে আসে।

থানসা, গ্রেটার

● প্রথম পাতার পর

এক একদিন এক এক ইস্যু তোলা হয়। যেমন বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েত নিয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা বলেছে তারা। কি বলছে তারা? আমরা নাকি এডিসির অংশ নিয়ে যাচ্ছি। এটা মিথ্যা অপবাদ। অন্ততপক্ষে আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকতে কোনদিন হতে দেব না। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এধরণের কথা বলে। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়েও কত কথা বলেছে। আমরা নাকি ভিসি হতে দিই নি। অথচ আমরা বলেছি ভিসি নির্বাচন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় প্রস্তুত। আমাদের সরকারের সঙ্গে কোন কথা না বলে আরো ভিসি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, থানসা নিয়েও কত ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। বলছে থানসার কথা। আর সেখানে সংখ্যালঘু ও বাঙালিদেরকেও টেনে নেওয়া হচ্ছে। কখন কি করছেন সেটা নিজেও বলতে পারেন না। একবার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে শ্লোগান তুলছেন। কিন্তু সেটার বাউন্ডারি কোথায় জানা যায় না। এবার আবার প্রদ্যুত কিশোর গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড সামনে এনেছেন। ইস্যু নেই। তাই ঘুম থেকে উঠে ইস্যু তৈরি করছেন। শুধুমাত্র মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এধরণের কথা বলা হচ্ছে। একজন নেতার যা যা গুণ থাকা দরকার সেটা তার মধ্যে নেই। শুধু জোরে গলায় আওয়াজ তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, থানসা থানসা বলে চিৎকার করে। আর আমরা বলছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস এর কথা। আমরা বলছি জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের মানুষকে নিয়ে এক ত্রিপুরা ও নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলবো। এরই নাম হচ্ছে থানসা। মানুষ শান্তি চায়, অশান্তি চায় না।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজতন্ত্র নেই, গনতন্ত্রের যুগ। এই সত্য মানতে হবে। কারণ রাজতন্ত্র এখন আর নেই। অর্থমন্ত্রী ইতিমধ্যে বলেছেন যে এডিসির উন্নয়নে যে পরিমাণে অর্থ আমরা দিয়েছি এর ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট পর্যন্ত নেই। এরকম অবস্থার মধ্যে চারিদিকে শুধু লুট আর লুট। আপনারাই আপনাদের লোককে ঠকাচ্ছেন। যাদের থানসা বলছেন, তাদেরকে আপনি ঠকাচ্ছেন। আর সেটাই মানুষ এখন বুঝে গেছেন। যে কারণে ঘুম হচ্ছেনা এখন। ডাঃ সাহা বলেন, তিপ্রা অ্যাকর্ড নিয়ে আমি নিজেও উৎসুক ছিলাম। আমি নিজে দিল্লি গিয়েছি। সেখানে কথাবার্তা হয়েছে। বলা হয়েছে যে অন্ততপক্ষে ৬ মাস কোন ধরনের আন্দোলন করা যাবে না, কাউকে মারধোর করা যাবে না। কিন্তু যেদিন তিপ্রা অ্যাকর্ড হয় পরদিন থেকেই মারপিট, রাস্তা রোখো ইত্যাদি শুরু হয়। তবে কে সেই অ্যাকর্ড এর নিয়ম ভঙ্গ করেছে? আর এটাকে নিয়েও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে জিত হাসিল করার পার্টি হচ্ছে তিপ্রা মথা। তিপ্রা মথা মানে টিএমপি। পশ্চিমবঙ্গে আছে টিএমসি মানে তৃণমূল কংগ্রেস। ওখানেও মারপিট করে, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে। একই ঘটনা এখানেও হচ্ছে। একই কায়দায় সাধারণ মানুষের টুঁটি টিপে ধরার চেষ্টা করছে। তাই এখন আর অ্যাকটিং করে কাজ হবে না। আমি এখনো আবেদন করবো তিপ্রা মথার যারা যুব সম্প্রদায় আছে তারা যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে এসে সামিল হয়।

যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, নতুনবাজার - মালবাসা কেন্দ্রের প্রার্থী রবীন্দ্র রিয়াং, অম্পিনগর কেন্দ্রের এডিসি প্রার্থী সওদাগর কলই, সংখ্যালঘু নেতা জসিম উদ্দিন সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন এই সভা থেকে ২০৩ পরিবারের ৭০০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

CMYK
8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
03-04-2026, 01:30

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে আজ মুখোমুখি জেসিসি ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের চতুর্থ রাউন্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আগামীকাল (শুক্রবার) মুখোমুখি হচ্ছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও স্ফুলিংগ ক্লাব। নরসিংগড় স্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে সকাল থেকে শুরু হবে এই দ্বৈরথ।জয়নগরের দাপুটে ফর্মচলতি টুর্নামেন্টে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব অত্যন্ত শক্তিশালী ফর্মে রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে তারা লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। প্রথম লিগে তাদের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। প্রথম ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ৯ উইকেটে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে হার্ভে ক্লাবকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে তারা। তবে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে ১ উইকেটে ঘাম ঝরানো জয়ের পর স্ফুলিংগ ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বের ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। পঞ্চম ম্যাচে শতদল সংঘের কাছে ৩ উইকেটে হারলেও রিটার্ন লিগে তারা রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে। শেষ ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে তারা এখন টগবগে মেজাজে।জয়নগরের প্রধান শক্তি: ঋতুরাজ ঘোষ রায়, বিক্রম দেবনাথ, রজত দে এবং ধনঞ্জয় যাদবের মতো অলরাউন্ডাররা দলের মূল স্তম্ভ। ব্যাটিংয়ে নিরুপম সেন এবং বোলিংয়ে সানি সিং ও পারভেজ সুলতানের উপস্থিতি জয়নগরকে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামাবে।মরণ-বাঁচন লড়াই স্ফুলিংগের সামনেঅন্যদিকে, স্ফুলিংগ ক্লাবের যাত্রা কিছুটা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ৮ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে। প্রথম লিগে ব্লাড মাউথ ও শতদল সংঘের কাছে বড় ব্যবধানে হারের পর হার্ভে ও সংহতির বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল তারা। রিটার্ন লিগেও শতদল ও ব্লাড মাউথের কাছে হারতে হয়েছে তাদের। তবে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের জয় কিছুটা আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে দলে। সেমিফাইনালের দৌঁড়ে টিকে থাকতে হলে কালকের ম্যাচে জয় অত্যন্ত জরুরি স্ফুলিংগের জন্য।নজরে যারা: স্ফুলিংগ তাকিয়ে থাকবে প্রভনুর, পল্লব দাস এবং সপ্তজিৎ দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের দিকে। এছাড়া ব্যাটিংয়ে শচীন শর্মা এবং বোলিং বিভাগে রাজদীপ দত্ত ও তুষার সাহার ভালো পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করছে দলের ভাগ্য।প্রথম পর্বের সাক্ষাতে বৃষ্টির কারণে খেলা অমীমাংসিত থাকায় দুই দলই ২ পয়েন্ট করে ভাগ করে নিয়েছিল। ফলে কালকের ম্যাচে দুই দলের সামনেই সুযোগ থাকছে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। পিটিএ গ্রাউন্ডের ২২ গজে এখন দেখার বিষয়জয়নগর কি তাদের জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারবে, নাকি স্ফুলিংগ ঘুরে দাঁড়িয়ে পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করবে।

বিলোনিয়া সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি শুরু আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামী ৪ এপ্রিল। এবারের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে মোট চারটি দল। লীগ পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী চারটি দল হল আরসিসি, রাধানগর, আই সি নগর ও সোনাপুর। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী ৪ এপ্রিল প্রথম দিন উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেবে আরসিসি ও রাধা নগর।৫ এপ্রিল সোনাপুর বনাম আই সি নগর। ৬ এপ্রিল আরসিসি বনাম সোনাপুর। ৭ এপ্রিল রাধানগর বনাম আই সি নগর। ৮ এপ্রিল সোনাপুর বনাম রাধানগর এবং ৯ এপ্রিল লিগের শেষ ম্যাচে লড়বে আরসিসি বনাম আই সি নগর। গ্রুপ লিগে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থানে থাকা দুটি দল ১১ এপ্রিল শিরোপা দখলের লক্ষ্যে পরস্পরের মুখোমুখি হবে।এমনটাই জানালেন বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব পার্থ চৌধুরী।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ১ম জয়ের লক্ষ্যে আজ মুখোমুখি হার্ভে ও সংহতি ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল এক বাঁচা-মরার লড়াই। এনআরএস টিআইটি গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের রিটার্ন লিগের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে হার্ভে ক্লাব ও সংহতি ক্লাব।টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলের সমীকরণ অনুযায়ী, দুই দলের জন্যই কালকের ম্যাচটি মর্যাদার লড়াই। দুই দলই এপর্যন্ত ৮টি করে ম্যাচ খেলেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত কোনো দলই এখনো জয়ের মুখ দেখেনি। প্রথম লিগে দুই দলের মধ্যকার ৪ নম্বর ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় ২ পয়েন্ট করে ভাগ করে নিয়েছিল তারা। ফলে ৮ ম্যাচ শেষে দুই দলের সংগ্রহেই বর্তমানে মাত্র ২ পয়েন্ট।হার্ভে ক্লাবের লড়াইটানা হারের বৃত্তে বন্দি থাকার মতো। হার্ভে ক্লাবের জন্য আগামীকালকের ম্যাচটি ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ সুযোগ। প্রথম লিগে তারা শতদল সংঘ, জয়নগর, স্ফুলিঙ্গ এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়। রিটার্ন লিগেও ভাগ্য বদলায়নি সাহিল সুলতানদের। শেষ ম্যাচে তারা শতদল সংঘের কাছে ৮ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। তবে দলের অধিনায়ক সাহিল সুলতান, অনুরাঘ রঘুবংশী এবং অর্কপ্রভ সিনহার মতো অলরাউন্ডারদের ওপর ভরসা রাখছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বল হাতে রানা দত্ত ও আকাশ যাদবরা জ্বলে উঠলে জয়ের খরা কাটানো অসম্ভব নয়।চাপে সংহতি ক্লাবঅন্যদিকে সংহতি ক্লাবের অবস্থাও তথৈবচ। প্রথম লিগের বড় ব্যবধানে হারের ধারা বজায় রয়েছে রিটার্ন লিগেও। গত ১ এপ্রিল জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের কাছে ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে তারা। তার আগে ব্লাড মাউথের বিরুদ্ধে ২৬০ রানের হার বড় ক্ষত তৈরি করেছে দলের মনোবলে। শুভম সূত্রধর, অনিরুদ্ধ দাস ও করণ দে-দের জন্য কালকের ম্যাচটি নিজেদের প্রমাণ করার অগ্নিপরীক্ষা।ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, যেহেতু দুই দলই পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে রয়েছে, তাই আগামীকালকের ম্যাচে যে দল স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে পারবে, তারাই প্রথম জয়ের স্বাদ পাবে। এখন দেখার বিষয়, কালকের লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসেহার্ভে নাকি সংহতি?

সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে আজ এমবিবি-তে মেগা ফাইট, মুখোমুখি শতদল ও ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চলতি বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল এক হাই-ভোল্টেজ ম্যাচের সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমীরা। মহারাজা বীর বিক্রম স্টেডিয়ামে লিগ টেবিলের মগডালে থাকা শতদল সংঘের মুখোমুখি হচ্ছে তৃতীয় স্থানে থাকা ব্লাড মাউথ ক্লাব। দু'দলেরই এটি নবম ম্যাচ। একদিকে শতদল চাইবে তাদের অপরাজিত থাকার ধারা বজায় রেখে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করতে, অন্যদিকে ব্লাড মাউথের লক্ষ্য থাকবে পয়েন্ট তালিকায় ব্যবধান কমিয়ে আনা।অপরাজেয় শতদল সংঘএখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে শতদল সংঘ। ৮ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তারা টেবিলের এক নম্বর স্থানে জাঁকিয়ে বসেছে। প্রথম লিগের ৫টি ম্যাচের মধ্যে ৪টিতেই বড় ব্যবধানে জয় পায় তারা, শুধুমাত্র ব্লাড মাউথের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গিয়েছিল। রিটার্ন লিগেও দাপট বজায় রেখে স্ফুলিঙ্গ, সংহতি এবং হার্ভে ক্লাবকে অনায়াসে হারিয়েছে তারা। অধিনায়ক ভিকি সাহার নেতৃত্বে দলের বোলিং বিভাগ অত্যন্ত ধারালো। অর্জুন দেবনাথ ও নিরঙ্কর শর্মার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ওঙ্কার যাদব এবং অলরাউন্ডার দীপজয় দেব ও তন্ময় ঘোষরা দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন।লড়াই ছাড়বে না ব্লাড মাউথ ক্লাব। অন্যদিকে ৮ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। প্রথম পর্বে জয়নগরের কাছে মাত্র ১ উইকেটে হার এবং রিটার্ন লিগে ৩ রানের অবিশ্বাস্য পরাজয় ছাড়া বাকি ম্যাচগুলোতে তারা দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। বিশেষ করে শেষ ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে ৯ উইকেটে উড়িয়ে দিয়ে তারা ছন্দে ফেরার বার্তা দিয়েছে।নজরে যারা: ব্লাড মাউথের প্রধান বাজি অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মনিষঙ্কর মুরাসিং। তাঁর সঙ্গে বিক্রম কুমার দাস ও উদীয়ন বোসের অলরাউন্ড নৈপুণ্য ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। বোলিংয়ে দিপ্তনু চক্রবর্তী ও অমিত আলির ওপর বড় দায়িত্ব থাকবে শতদলের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপকে আটকানোর।গত ২০শে মার্চ প্রথম লিগের সাক্ষাতে দুই দলের লড়াই বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গিয়েছিল, ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছিল তাদের। কালকের ম্যাচে আকাশ পরিষ্কার থাকলে এক রুদ্ধশ্বাস ক্রিকেটীয় লড়াইয়ের অপেক্ষায় রয়েছে রাজধানী। জয় পেলে শতদল কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে, আর ব্লাড মাউথ জিতলে রিটার্ন লীগ আরও জমে উঠবে।

ফুটবল : এডি নগরকে হারিয়ে জয় অব্যাহত টিআইএসএফ-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ-১৪ ফুটবল টুর্নামেন্টে দাপুটে জয় তুলে নিল টিআইএসএফ। বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টের নবম দিনে গ্রুপ-ডি'র ম্যাচে তারা ৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে।৩০-১০-৩০ মিনিটের এই ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল টিআইএসএফ। খেলার মাত্র ৫ মিনিটের মাথায় কুশল দেববর্মার গোলে লিড নেয় তারা। তবে ১১ মিনিটে এডি নগরের দীপক দাস গোল করে সমতা ফেরালে ম্যাচে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটে রাকেশ চাকমা নিজের প্রথম গোলটি করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই এডি নগরের রক্ষণভাগ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ৩১ মিনিটে প্রীতম দেববর্মা গোল করে ব্যবধান ৩-১ করেন। এরপর একে একে প্রীতম দেববর্মা (৪৫ মি.) এবং রাকেশ চাকমা (৫৫ ও ৫৬ মি.) গোল করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন। রাকেশ চাকমা এদিন হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। খেলার ৪৬ মিনিটের মাথায় টিআইএসএফ-এর আইজ্যাক দেববর্মা এবং এডি নগরের প্রীতম দত্তকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। এটি ছিল টুর্নামেন্টে তাদের তৃতীয় ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে স্পোর্টস স্কুলের কাছে ১-৬ গোলে হারলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে ডন বস্কো মান্দাইকে ১-০ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তারা। আজকের এই বিশাল জয়ের পর তারা মূল পর্বে খেলার দৌড়ে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখল।এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল টানা তিন ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে কার্যত বিদায় নিল তারা। এর আগে মধুবন ডুকলি প্লে সেন্টারের কাছে ০-৩ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে ০-১১ ব্যবধানে বড় ব্যবধানে হেরেছিল তারা।

সময়ের আগেই চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন ধোনি?

আইপিএল শুরু হওয়ার আগে চেন্নাইয়ের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, দু'সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। আচমকাই একটি ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা তৈরি হল সমর্থকদের মধ্যে। ভিডিয়োয় ধোনিকে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, দু'সপ্তাহের আগেই চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন তিনি।

ধোনি পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছেন। তবে বুধবার ভিডিয়োয় তাঁকে কিটব্যাগ টেনে অনুশীলনে নামতে দেখা গিয়েছে। পাশে একজন সাপোর্ট স্টাফকেও টেনে নিয়ে গল্প জুড়ে দেন তিনি। পরে আরও একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। সেখানে ধোনিকে নেটে স্বচ্ছন্দে ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। কভার, মিড-অনের উপর দিয়ে শট খেলেছেন তিনি। কোনও রকম অস্বস্তিতে দেখায়নি ধোনিকে। বড় শট খেলার বদলে তিনি সাধারণ জিনিস নিখুঁত করার দিকে নজর দিয়েছেন।

ধোনির প্রত্যাবর্তন নিয়ে এখনও চেন্নাইয়ের তরফে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ফিরলেও কোথায় তাঁকে খেলানো হবে তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রথম ম্যাচে রাজস্থানের কাছে আট উইকেটে হেরেছে চেন্নাই।

উল্লেখ্য, চেন্নাই আগেই জানিয়েছিল ধোনি এখন রিহ্যাব করছেন। বলা হয়েছিল সম্পূর্ণ ফিট হতে তাঁর দু'সপ্তাহ মতো সময় লাগতে পারে। আগামী ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ পর্যন্ত তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। সে ক্ষেত্রে প্রথম চারটি ম্যাচে ধোনিকে পাবে না চেন্নাই। নতুন কোনও সমস্যা না হলে আগামী ১৪ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে প্রথম মাঠে নামতে পারেন সিএসকের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর চোট নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না স্টিফেন ফ্লেমিংয়েরা।

ধোনি খেলতে না পারলেও চেন্নাইয়ের বড় সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ এ বারই সিএসকে কর্তৃপক্ষ দলে নিয়েছেন সঞ্জু স্যামসনকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ধোনির অভাব পূরণ করতে পারেন। ধোনির অনুপস্থিতি রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দলের শক্তি বা ভারসাম্যের উপর প্রভাব না ফেললেও হতাশ হতে পারেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। মূলত ধোনির জন্যই সারা দেশে সিএসকের জনপ্রিয়তা।

কাতলামারা স্কুলের গোল উৎসব আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল বিধ্বস্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গোল নয়, যেন গোলের প্লাবন। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কাজল মেমোরিয়াল অনূর্ধ-১৪ ফুটবল টুর্নামেন্টের নবম দিনে এক অবিশ্বাস্য ম্যাচের সাক্ষী থাকল ফুটবল প্রেমীরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-এ'র ম্যাচে আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে ১৯-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল কাতলামারা হাই স্কুল।প্রথমার্ধেই গোলের পাহাড় বিকেলের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নেমেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে কাতলামারা স্কুলের খুদে ফুটবলাররা। ৩০-১০-৩০ মিনিটের এই ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটেই তারা ৯-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের রক্ষণভাগকে কোনো সুযোগই দেয়নি কাতলামারার ফরোয়ার্ডরা। বিরতির পর আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে তারা আরও ১০টি গোল আদায় করে নেয়।কাতলামারা হাই স্কুলের হয়ে এদিন গোলের মালা পরিয়েছেন দলের প্রায় সব স্ট্রাইকারই:রহিম মুডা ও সান দেববর্মা: দুজনেই করেছেন ৪টি করে গোল।সানু দেববর্মা ও আকাশ দেববর্মা: দুজনেই হ্যাটট্রিক (৩টি করে গোল) করেছেন।আলোহিম দেববর্মা: করেছেন জোড়া গোল।এছাড়া রনীশ দেববর্মা, সিমন দেববর্মা ও ত্রিশাল সাঁওতাল ১টি করে গোল করে দলের বড় জয়ে অবদান রাখেন।কাতলামারা হাই স্কুলের এটি ছিল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে ২৮ মার্চ তারা ডন বস্কো স্কুল আগরতলাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করেছিল। টানা দুই জয়ে তারা টুর্নামেন্টে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।অন্যদিকে, আগরতলা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের জন্য এই টুর্নামেন্টটি দুঃস্বপ্নের মতো কাটছে। প্রথম ম্যাচে মতিনগর ক্রীড়া একাডেমির কাছে ০-১০ গোলে হারের পর, আজকের ১৯-০ গোলের এই বিশাল হার তাদের টুর্নামেন্ট থেকে কার্যত ছিটকে দিল।

বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ, ইটালি ফুটবলের 'মাথা'কে সরাচ্ছেন মেলোনির ক্রীড়ামন্ত্রী, মোদি সরকার পারবে?

টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইটালি। প্লেঅফ পর্বের শেষ ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে টাইব্রেকারে পরাস্ত হয় আজ্জুরিরা। তারপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ইটালির ফুটবলপ্রেমীরা। নড়েচড়ে বসেছে ইটালির সরকারও। জর্জিয়া মেলোনি প্রশাসনের ক্রীড়ামন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ইটালি ফুটবল ফেডারেশনের প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। তবে ফুটবল প্রধান এখনও নিজের কুর্সি আঁকড়ে থাকতে চাইছেন।

২০১৮, ২০২২ বিশ্বকাপের পর ২০২৬ সালেও মেগা টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ইটালি। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল শেষবার বিশ্বকাপে খেলেছিল ২০১৪ সালে। তারপর ইউরো কাপ জিতেছে। কিন্তু বিশ্বকাপে আর খেলা হয়নি। ফুটবলের দুর্দশা থাকলেও গত কয়েকবছরে অন্যান্য খেলায় দারুণ উন্নতি করেছে ইটালি। ক্রিকেটে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলেছে। একটি ম্যাচও জিতেছে। গত কয়েকবছর ধরে পুরুষদের টেনিসে দাপট দেখাচ্ছেন ইয়ানিক সিনার। কয়েকমাস আগে শীতকালীন অলিম্পিকে ৩০টি পদক জিতেছে ইটালি। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকেও ৪০টি পদক পান ইটালির অ্যাথলিটরা।

এহেন পরিস্থিতিতে ইটালির অতি দক্ষিণপন্থী সরকার মনে করছে, দেশের ফুটবলকে আমূল বদলে ফেলতে হবে। তা না হলে ফুটবলের হৃত গরিমা ফেরানো সম্ভব নয়। তাই মঙ্গলবার ইটালির বিশ্বকাপ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হতেই দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী আন্দ্রেয়া আবোদি জানিয়েছেন, ফুটবল ফেডারেশনের প্রধানকে এবার পদ ছাড়তে হবে। উল্লেখ্য, ২০১৮ বিশ্বকাপে যোগ্যতা হারানোর পরেই ইটালি ফুটবলের 'মাথা' হন গ্যাব্রিয়েল গ্রাভিনা। কিন্তু তাঁর আমলেই পরপর দুটো বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ইটালি। ইটালির ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, "টানা তিনটি বিশ্বকাপে আমরা খেলতে পারলাম না। এর থেকেই বোঝা যায়, একেবারে নিচের স্তর থেকে ইটালির ফুটবলকে গড়ে তুলতে হবে। সেই পরিবর্তন আসবে ফেডারেশন প্রধান বদলের মাধ্যমে।'' যদিও গ্রাভিনার অভিযোগ, প্রশাসন বারবার ফেডারেশন কর্তাদের পদত্যাগ করতে চাপ দিয়েছে। তিনি পদ ছাড়তে চান না মোটেই। ইটালি সরকারের এই পদক্ষেপ দেখে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের অনেকেই মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদি সরকার কি দেশের ফুটবলকে বাঁচাতে এমন পদক্ষেপ করতে পারে না?

'গিলের নেতৃত্ব ভুলেভরা', গুজরাটের হারের পর সরব প্রাক্তন ক্রিকেটার

মঙ্গলবার আইপিএলে টিম ইন্ডিয়ার ওয়ানডে অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের দলের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত বাজিমাত করেছে পাঞ্জাব কিংস। গুজরাট টাইটান্সের হতাশাজনক হারের পর অধিনায়ক গিলের 'ভুলেভরা' নেতৃত্ব নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া।

পাঞ্জাবকে ১৬৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল গুজরাট। শুরুটা ভালো হলেও গিলের নেতৃত্বে বহু সমস্যা চোখে পড়ে। বিশেষ করে গত মরশুমের গোলাপি টুপি জয়ী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে অনেক দেরিতে আক্রমণে আনা নিয়ে সরব হন চোপড়া। তিনি বলেন, "এটা কেমন অধিনায়কত্ব? প্যারো ভুলেভরা! প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে দিয়ে তো বলই করানো হচ্ছিল না। ১২ ওভার হয়ে যাওয়ার পর, যখন ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া, তখন ওকে আনা হল। পরে তিন ওভারে তিন উইকেট নিলেও তাতে কী লাভ হল?"

১৩তম ওভারে বল হাতে নিয়ে প্রসিদ্ধ প্রথম বলেই আউট করেন শ্রেয়স আইয়ারকে। এরপর শশাঙ্ক সিং ও মার্কাস স্টয়নিসকে ফিরিয়ে ম্যাচে গুজরাটকে ম্যাচে ফেরান। ১১০/২ থেকে ১১৮/৬ --- এই ধস সাময়িকভাবে চাপে ফেলে পাঞ্জাবকে। অন্যদিকে, গুজরাটের দল নির্বাচন নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। প্রসিদ্ধকে প্রথম একাদশে না রেখে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার তালিকায় রাখার সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন তিনি। "ওকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় রাখা হল কেন? যদি শুরুতেই ব্যাটিং ধসে পড়ত আর অন্য কাউকে নামাতে হত, তাহলে প্রসিদ্ধকে তো পাওয়া যেত না। এই পরিকল্পনা বোঝা কঠিন।" মন্তব্য আকাশ চোপড়ার।

একইসঙ্গে মহম্মদ সিরাজকে ৪ ওভার বল না করানো নিয়েও ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। "সিরাজের দু'ওভার বাকি ছিল। আশোক শর্মার উপর ভরসা রেখেছে ঠিক আছে। কিন্তু সিরাজকে কেন ব্যবহার করা হল না? গিলের অধিনায়কত্বে অনেক কিছুই অস্পষ্ট," বলেন চোপড়া। উল্লেখ্য, দেরিতে ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় পাঞ্জাব কিংস। এই হারে গুজরাত টাইটান্সের নেট রানরেট নেমে -০.৫০৯। যা মরশুমের শুরুতেই গিল-ব্রিগেডের জন্য চিন্তার কারণ।শুভমন গিলের গুজরাত টাইটান্সকে হারানোর কৃতিত্ব ২২ বছরের সতীর্থকে দিলেন পঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। মেনে নিলেন চাপের মুখ থেকে কুপার কনোলির ইনিংসই তাঁদের উদ্ধার করেছে। দলকে জয় এনে দিতে পেরে খুশি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারও।

ব্যাট করার সময় ডান হাতে চোট পেয়েছেন শ্রেয়স। ম্যাচের পর জানালেন গুরুতর কিছু নয়। চোট নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। শ্রেয়সের লক্ষ্য জয়ের ছন্দ ধরে রাখা। শুভমনদের বিরুদ্ধে জয়ের কৃতিত্ব কনোলিকে দিয়ে তিনি বলেছেন, "কনোলি দুর্দান্ত ব্যাট করল। কয়েকটা শট তো অসাধারণ। বিশেষ করে রশিদ খানকে যে ছয়টা মারল। ও কিন্তু আগে রশিদের বল কখনও খেলেনি।" দলের চাপে পড়ে যাওয়া নিয়ে বলেন, "হাতে বরফ দিচ্ছিলাম। ম্যাচের দিকে নজর ছিল না। সে সময়ই পর পর দুটো উইকেট পড়ে গিয়ে চাপ তৈরি হয়। আইপিএলে এমন হয়েই থাকে। এই পরিস্থিতিতেও কনোলি মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচটা বের করে আনল। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত লড়াই করা। সে ভাবেই জয় এসেছে।" গুজরাতকে কম রানে আটকে রাখা নিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, "অর্শদীপ সিংহ প্রথম ওভার করে এসে বলল, উইকেট মন্থর। বল পড়ে থামকে যাচ্ছে। ওর কথা শুনে আমরা ঠিক করি, যতটা সম্ভব কম গতিতে বল করব। বলটাকে তাড়াতাড়ি পুরনো করার চেষ্টা করেছি আমরা। বিজয়কুমার বৈশাখের কথাও বলব। গত বছর ফাইনালে দারুণ পারফর্ম করেছিল। এ বার যেন সেখান থেকেই শুরু করল। বৈশাখ বড় ম্যাচের খেলোয়াড়। ওর উপর আমাদের আস্থা রয়েছে।"

শ্রেয়স প্রশংসা করেছেন শুভমনের ফিল্ডিং সাজানোরও। পঞ্জাব অধিনায়ক বলেছেন, "আমি ব্যাট করার সময় দেখলাম শর্ট লেগে ফিল্ডার রেখেছে। এ রকম আগে দেখিনি। শুভমনকে বললামও। আইপিএলে অধিনায়কেরা আগ্রাসী হচ্ছে। এটা ভালই।"ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়ে কনোলি বলেছেন, "বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। এটা নতুন অভিজ্ঞতা। নিজের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। আশা করছি গোটা আইপিএলেই দলকে এ ভাবে সাহায্য করতে পারব।'

ম্যাচ হারতেই আঙুল তুলে পন্থকে শাসানি!

মহেন্দ্র সিং ধোনি থেকে কে এল রাহুল। ম্যাচ হারের পর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার অসন্তোষের মুখে পড়েছেন সকলেই। এবার সেই তালিকায় যোগ হল ঋষভ পন্থের নামও? এমনটাই মনে করছে ক্রিকেটমহল। বুধবার আইপিএল অভিযান শুরু করেছে গোয়েঙ্কার দল লখনউ সুপার জায়ান্টস। প্রথম ম্যাচেই দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারতে হয়েছে পন্থদের। খেলার পর পন্থের সঙ্গে গোয়েঙ্কার উত্তেজিত কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখান থেকেই চর্চা, এবার কি পন্থকেও 'বকুনি' দেবেন 'মালিক' গোয়েঙ্কা?

বুধবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয় এলএসজি। ২০ ওভার পর্যন্ত ব্যাটও করতে পারেনি তারা। ৮ বল বাকি থাকতে অলআউট হয়ে যায় এলএসজি। মাত্র ১৪১ রান তোলে বোর্ডে। সহজ টার্গেট পেয়েও ইনিংসের শুরুর দিকে ব্যাটিং বিপর্যয়ের শিকার দিল্লি। রাহুল, পাথুম নিশঙ্কা, অক্ষর প্যাটেল-প্রত্যেকেই ব্যর্থ। একটা সময়ে ২৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল দিল্লি ইনিংস। সেখান থেকে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন সমীর রিজভি।

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামকে তাঁরই 'ঘর' বলা চলে। উত্তরপ্রদেশের হয়ে এই মাঠে বহু ম্যাচ খেলেন তিনি। বুধবার প্রবল চাপের মধ্যেও তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে জয়ের ভিত গড়লেন। ৪৭ বলে অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংস খেললেন।। লক্ষ্য তেমন বড় না হওয়ার অহেতুক ঝুঁকির পথে হাঁটেননি তিনি। আর দলকে জেতাতে সমীরকে যোগ্য সহায়তা করলেন ট্রিস্টান স্টাবস। প্রোটিয়া অলরাউন্ডার খেললেন অপরাজিত ৩৯ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস। দু'জনের অপরাজিত ১১৯ রানের জুটিতে ম্যাচ গেল দিল্লির ঝুলিতে।

খেলা শেষ হওয়ার পরেই দেখা যায়, এলএসজি অধিনায়ক পন্থ এবং হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছেন গোয়েঙ্কা। বেশ অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন এলএসজি কর্ণধার। পন্থও পালটা কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। এই দৃশ্য দেখে অনেকেরই মনে পড়েছে ২০২৪ আইপিএলের কথা। সেবার ম্যাচ হেরে লখনউয়ের তৎকালীন অধিনায়ক কে এল রাহুলের উপর কার্যত 'চোটপাট' করেছিলেন গোয়েঙ্কা। পরের মরশুমে রাহুল চলে যান লখনউ ছেড়ে। ২৭ কোটি টাকায় পন্থকে দলে নেয় লখনউ। তাঁর পরিণতিও একই রকম হবে কি?

শিশুউদ্যানে শুরু চৈত্রমেলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি

আগরতলা, ২ এপ্রিল : অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও রাজধানীতে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী চৈত্র মেলা। তবে যানজট এড়াতে এবার মেলার স্থান পরিবর্তন করে আগরতলার শিশু উদ্যানে আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শহরের শকুন্তলা রোড ও ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় আর মেলা বসতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে যান চলাচলে স্বস্তি বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিগত কয়েক বছরের মতো এ বছরও আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিনামূল্যে স্টল নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে খুশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন সকাল থেকেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্টল সাজানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জানা গেছে, এ বছর চৈত্র মেলায় প্রায় ৮০০-রও বেশি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি স্টলেই বিদ্যুতের সুবিধা রাখা হয়েছে, যাতে ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে তাদের পসরা সাজাতে পারেন। মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরবাসীর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে।

শালবাগান অক্সিজেন পার্কের সামনে বাইক-অটোর সংঘর্ষে গুরুতর জখম এক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।।আগরতলার এনসিসি থানাধীন শালবাগান অক্সিজেন পার্কের সামনে একটি বাইক ও অটোর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় টিআর ০১ - জে - ৩৮৫৮ নাম্বারের অটোতে থাকা এক যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন।

আহত যাত্রীর নাম লিজা দেববর্মা। তাঁর বাড়ি বড়কাঁঠাল এলাকায় বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর বাইকের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। খবর পেয়ে এন সি সি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো ও বাইকটি উদ্ধার করার কাজ শুরু করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং পলাতক বাইক চালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ত্রিপুরায় উন্নত, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে এক নতুন ডিজিটাল বিপ্লব: আইএইচএমআইএ

আগরতলা, ২ এপ্রিল: ডিজিটাল পরিষেবাকে ব্যবহার করে জনগণের চিকিৎসা পরিষেবা লাভ আরও উন্নত, স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করতে যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা সরকার। রাজ্যে সমস্ত জেলা, মহকুমা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম কার্যকর করা হচ্ছে। এর ফলে রোগীরা কিউআর কোড স্ক্যান করে দ্রুত বহির্বিভাগে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সহজে পেতে পারেন। এই প্রকল্প রাজ্যের প্রান্তিক জনগণের প্রতিটি নাগরিকের কাছে আধুনিক ও তথ্যভিত্তিক চিকিৎসা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের সুফল পাবেন রাজ্যের মানুষ।

আজ মহাকরণে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, স্টেট মিশন ডাইরেক্টর এবিডিএম ডাঃ জি শরখ নায়েক, স্বাস্থ্য অধিকারের হেড অব অফিস ডাঃ রাজেশ অনিল আচার্য, স্বাস্থ্য অধিকারের উপ-অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান, বিইসিআইএল-এর প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এই আইএইচএমআইএস পরিষেবাকে সফল করতে চেষ্টার ত্রুটি যাতে না থাকে সেই নির্দেশ দেন। বিআইসিআইএল-এর প্রতিনিধিদের এই কর্মকাণ্ডকে একশ শতাংশ সফল করার নির্দেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সমস্ত উপকরণের বন্দোবস্ত করার কথা বলেন। এই কাজে কোনওরকম গাফিলতি যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক থাকার কথা তিনি বলেন। এই কাজের ক্ষেত্রে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের ভূমিকা নিশ্চিত করার কথাও তিনি বলেন। উল্লেখ্য গত ৩০ মার্চ আইএইচএমআইএস কার্যকরী করার লক্ষ্যে মেসার্স ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (বিইসিআইএল) এর সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর হয়। স্বাক্ষর করেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা, স্টেট মিশন ডাইরেক্টর এবিডিএম ডাঃ জি শরথ নায়েক, বিইসিআইএল এর পক্ষ ঊষা মঙ্গলগি।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করার লক্ষ্যে আইএইচএমআইএস প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এর প্রধান দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড। এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জন্য ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড তৈরি করা হবে, যাতে রোগী যে কোনো সরকারি হাসপাতালে গেলে তার পূর্বের চিকিৎসার তথ্য চিকিৎসকরা সহজেই দেখতে পারেন। রয়েছে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন। এই সিস্টেমটি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের সাথে সংযুক্ত, যার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের একটি আভা আইডি তৈরি করা হবে। কাগজবিহীন পরিষেবা হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং জরুরি বিভাগে লম্বা লাইন কমানোর জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন। ইতিমধ্যে রাজ্যভিত্তিক হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন প্রাথমিক হাসপাতালে আভা চালু রয়েছে। এবার তা সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এর পাশাপাশি ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা চালু হবে। টেলি-কনসাল্টেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যাতে সরাসরি আগরতলা জিবিপি হাসপাতাল বা আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পেতে পারেন, তার জন্য আইএইচএমআইএস-এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিন পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুড ফ্রাইডে প্রভু যীশু খ্রিস্টের অসীম ত্যাগ ও আত্মবলিদানের কথা স্মরণ করায়। মানবজাতির কল্যাণে তিনি যে ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি ও সত্যের পথ দেখিয়েছেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। গুড ফ্রাইডে আমাদের মনে করিয়ে দেয় ত্যাগ, প্রেম ও মানবতার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই আলোকে আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলি।

এই পবিত্র দিনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।

কল্যাণপুরে জরাজীর্ণ ট্রাফিক পোস্টে দায়িত্ব পালন, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ এপ্রিল: একদিকে বাড়তে থাকা যানবাহনের চাপ, অন্যদিকে ভগ্নপ্রায় অবকাঠামো, এই দুইয়ের মাঝেই প্রতিদিন নিজের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে দায়িত্ব পালন করছেন কল্যাণপুর ট্রাফিক ইউনিটের পুলিশকর্মীরা। বিশেষ করে কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন ট্রাফিক পোস্টের বেহাল দশা এখন উদ্বেগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহু বছর আগে নির্মিত ট্রাফিক পোস্টটি বর্তমানে সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। টিনের চালা খসে পড়ছে, মরিচা ধরা লোহার কাঠামো নড়বড়ে হয়ে গেছে। সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলেই পোস্টের ভিতরে জল ঢুকে পড়ে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেই প্রতিদিন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ড এলাকা প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর আনাগোনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট-বড় গাড়ির অবিরাম চলাচলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করাই বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু পর্যাপ্ত আধুনিক সরঞ্জাম ও সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় সেই কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠছে। অনেক সময়ই তীব্র রোদ কিংবা প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় পুলিশকর্মীদের।

এক ট্রাফিক কর্মী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অবস্থায় জানান, আমাদের কাজ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তা প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। পোস্টের অবস্থা এতটাই খারাপ যে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচলতি মানুষজনও একই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, ট্রাফিক পুলিশদের প্রতিদিনই কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নতুন ট্রাফিক পোস্ট নির্মাণ এবং আধুনিক সুবিধা প্রদান করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক পয়েন্টে নিরাপদ ও আধুনিক অবকাঠামো থাকা অত্যন্ত জরুরি। উন্নত ট্রাফিক সিগন্যাল, সিসিটিভি নজরদারি এবং সুরক্ষিত পোস্ট থাকলে যেমন দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমবে, তেমনি কর্মীদের কাজও সহজ হবে।

এদিকে কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর আশীস সরকার জানিয়েছেন, কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডের উপর দিয়ে জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। সেই কারণে কয়েক দিনের মধ্যেই ট্রাফিক পোস্টটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে।

তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, দুর্ঘটনা কোনও সময়ের অপেক্ষা করে না। তাই দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলেই মনে করছেন সচেতন মহল।

রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের আমদানী স্বাভাবিক রয়েছে: খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানী তেলের সংকট হতে পারে এই আশঙ্কায় রাজ্যের কিছু অংশের মানুষের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পেট্রোল ও ডিজেল মজুত করে রাখার উদ্দেশ্যে পেট্রোল পাম্পগুলিতে জ্বালানী তেল সংগ্রহের জন্য ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশাপাশি, এলপিজি সিলিন্ডারের সংকট হতে পারে এই ভাবনা থেকে আতঙ্কিত হয়ে গ্রাহকদের কিছুটা উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ রান্নার গ্যাস নিয়ে কালোবাজারী করার চেষ্টা করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাজ্যে বর্তমানে ওয়েল মার্কেটিং কোম্পানীগুলি দ্বারা পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের আমদানী স্বাভাবিক রয়েছে। পাশাপাশি, ধর্মনগরস্থিত আইওসিএল-এর ডিপো সহ সমস্ত পেট্রোল পাম্পগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমান তেলের মজুত বজায় রয়েছে এবং রাজ্যের বোধজংনগরস্থিত বটলিং প্ল্যান্টে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বটলিং স্বাভাবিক রয়েছে এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিলিন্ডার সমস্ত এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের সরবরাহ করা হচ্ছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতিদিন এবিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং ওয়েল মার্কেটিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

এতএব, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে গুজবে কান না দিতে এবং আতঙ্কিত হয়ে প্রয়োজন ব্যতীত অতিরিক্ত পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি সিলিন্ডার সংগ্রহের চেষ্টা না করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি কেউ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যাতে কালোবাজারি না করেন সে বিষয়েও সতর্ক করা হচ্ছে। এ সময়ে কেউ যদি কোনো ধরনের কালোবাজারি এবং অসাধু কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এডিসি নির্বাচনে বক্সনগরে ভোট প্রচারে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ এপ্রিল: আগামী ১২ই এপ্রিল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজয়নগর এলাকায় জোরদার প্রচার অভিযানে নামল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এডিসি ভিলেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান দলের নেতা-কর্মীরা।

আমতলী-গোলাঘাটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসনের বিজেপি প্রার্থী কানু রাজ দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত এই প্রচারে নেতৃত্ব দেন বক্সনগর বিধানসভার বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন।কাঁধে দলীয় পতাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে দেখা যায় তাকে। মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজন শুনে তা নথিবদ্ধ করেন এবং বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

প্রার্থী উপস্থিত না থাকলেও তফাজ্জল হোসেন নিজেই উপজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে প্রচার চালান। তিনি দাবি করেন,এলাকায় প্রচারে ব্যাপক সাড়া মিলছে এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করছে যে এবারের নির্বাচনে "পাহাড়ে পদ্মফুল ফুটবেই"।

বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মতে,এডিসি প্রশাসনে পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি এবং উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি সরকার গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন।"এডিসিতে দরকার বিজেপি সরকার"এই স্লোগানকে সামনে রেখে পদযাত্রায় অংশ নেন বহু কর্মী-সমর্থক।দলীয় পতাকা হাতে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তফাজ্জল হোসেন বলেন,পাহাড়ি এলাকাগুলোতে বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।পাশাপাশি তিনি একটি সাংগঠনিক বৈঠকেও যোগ দেন,যেখানে দলীয় কর্মীদের আরও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।তার মতে,এ ধরনের বৈঠক সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারের এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে।বিভিন্ন দলে ভাঙন ও দলবদলের প্রবণতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় তিপ্রা মথার সংগঠন কিছুটা দুর্বল হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পাশাপাশি কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রভাবও তুলনামূলকভাবে কমেছে বলে মত বিশ্লেষকদের।এদিকে সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর বিধানসভার অন্তর্গত বিজয়নগর,দয়ালপাড়া ও ধনিরামপুর এলাকায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে আগাম জয়ের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদিও অন্যান্য দলও প্রচারে সক্রিয় রয়েছে,তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে কম বলেই দাবি বিজেপির সবমিলিয়ে,নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচার ও রণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলো।এখন দেখার বিষয়,আগামী ১২ই এপ্রিলের নির্বাচনে আমতলী-গোলাঘাটি আসনে বিজেপি প্রার্থী কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

রাস্তা দখল করে নির্মাণকাজ, ক্ষোভে ফুঁসছে শহরবাসী

আগরতলা, ২ এপ্রিল: আগরতলা পুর নিগমকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দখল করে নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে নিত্যদিনই সমস্যায় পড়ছেন পথচারী ও যানবাহন চালকেরা, পাশাপাশি ঘটছে দুর্ঘটনাও।

অভিযোগ, প্রান্তিক ক্লাব থেকে জিবি মেইন রোড সংলগ্ন এলাকায় মূল সড়কের উপরই নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রেখে কাজ চালানো হচ্ছে। ফলে রাস্তা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে, যা যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। স্থানীয়দের দাবি, এই কারণে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে আগরতলা পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেই অভিযোগ। প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় একইভাবে রাস্তা দখল করে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রেখে দিনের পর দিন কাজ চলছে বলে জানা গেছে। শুধু প্রান্তিক ক্লাব এলাকাই নয়, চন্দ্রপুর বলদাখাল রোডেও প্রতিনিয়ত মূল সড়ক দখল করে মাটি ও বালি ফেলে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, পুর প্রশাসন বিষয়টি দেখেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী, যাতে রাস্তা দখল বন্ধ করে স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করা যায়।

উদ্যপুরেও পুরপরিষদের উদ্যোগে চৈত্রমেলা শুরু ৭ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ এপ্রিল: উদয়পুর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে অন্যান্য বৎসরের মত এবছরও চৈত্র মেলা উপলক্ষে পুরপরিষদের পক্ষ থেকে আগামী ৭ ই এপ্রিল থেকে ১৪এপ্রিল পর্যন্ত চৈত্র মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে দুটি জায়গা একটি হচ্ছে উদয়পুর পরিষদ লাগুয়া শিশু উদ্যানে অপরটি অনুষ্ঠিত হবে এই বছরই প্রথম সেন্ট্রাল রোড কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পেছনে, যেখানে পুরো পরিষদের পার্কিং জুন তৈরি করা আছে। এই বৎসর এই পার্কিং জুনে চৈত্র মেলা আয়োজন করা হয়েছে।এই চৈত্র মেলায় যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের প্রসরা নিয়ে বসবেন, তাদের আগামী ৫ তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে আবেদন করে সাথে আধার কার্ড ও রেশন কার্ডের প্রত্যায়িত নকল সহ আবেদন পত্র সহ পুরো পরিষদ অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এই দুটি চৈত্র স্থানে প্রায় দুই শতাধিক ফুরিয়া ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের পসরা নিয়ে বসার জন্য জায়গা বন্টন করবে পুরো পরিষদ আগামী সাতই এপ্রিল এই চৈত্র মেলায় আগে আসবেন আগে পাবেন এই ভিত্তিতে যারা তলের জন্য আবেদন পত্র জমা দেবেন আগামী সাতই এপ্রিল উদয়পুর পুরো পরিষদের পক্ষ থেকে তাদেরকে তাদের পসরা সাজিয়ে বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বেছে দেবেন এছাড়া উদয়পুর পুরো পরিষদ এলাকার কোন ব্যবসায়ী বা হকারকে রাস্তায় বা পুরো পরিষদের এলাকার বাইরে বসতে দেওয়ার কোন অনুমতি পত্র দেওয়া হবে না।রাস্তার দুধারে যারা অতিরিক্ত জায়গা দখল করে নিজেদের বিভিন্ন সামগ্রী তথা অন্যান্য জিনিস নিয়ে বসেছেন তাদের খুব কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা দাগ কাটা অংশের বাইরে বসে দোকান করেন।

আগামী ৭ই এপ্রিল থেকে ত্রিশে চৈত্র তথা ১৪এপ্রিল পর্যন্ত এই মেলা চলবে। এই মেলায় আগত ব্যবসায়ীদের জন্য উদয়পুর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে জায়গা এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের ব্যবস্থা করবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা ফ্রী অফ কষ্টে ,তাই যে সকল দোকানিরা পসরা নিয়ে বসতে আগ্রহী তাদের আগামী পাঁচ ই এপ্রিল রবিবারের মধ্যে সাদা কাগজে আবেদন করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছেন উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরো পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। ৭ তারিখে এই দুই জায়গায় ব্যবসায়ীদের হাতে জায়গা বুঝিয়ে দেবেন।

চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত এই মেলায় দোকানের বসতে পারবেন এখানে উল্লেখ থাকে যে অস্থায়ী দোকানীদের চরিত্র মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য উদয়পুর শিশু উদ্যান এবং পুরো পরিষদের পার্কিং জুনে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং টয়লেট ব্যবস্থা করা হয়েছে আজ। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরো পিতার চেম্বারে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তথ্য জ্ঞাপন করেন উদয়পুর পুরো পরিষদের পুরো পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার এখানে উল্লেখ থাকে যে গত বছরে এই কয়েকদিনের চরিত্র মেলায় যারা রেডিমেড কাপড় এছাড়া বাসনপত্র খেলা সামগ্রী ইমিটেশন কসমেটিক্স দোকান নিয়ে বসেছিলেন তারা পুরো পরিষদের আয়োজনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন পরিষেবার পাশাপাশি গতবছরের মতো নৈশকালীন পাহাড়ার ব্যবস্থাও করার কথা পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেনএক প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছেন।

দুষ্কৃতীর হামলায় রক্তাক্ত সাংবাদিক, নিন্দায় সরব সাংবাদিক মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: দুষ্কৃতীর হামলায় গুরুতরভাবে আহত হলেন বক্সনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রভাত ঘোষ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়ি ফেরার পথে উত্তর কলমচৌড়া পঞ্চায়েত এলাকার ছাতিয়ান টিলায় এই নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্থানীয় ব্যক্তি মানিক দাস (মন্টু) হঠাৎই রড দিয়ে প্রভাত ঘোষের উপর আক্রমণ চালায়। আচমকা এই হামলায় তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

অভিযোগ, বাসন্তী পূজার বিজয়া দশমী উপলক্ষে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরার সময়ই এই হামলা চালানো হয়। আহত সাংবাদিক প্রভাত ঘোষ জানান, এলাকায় নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে পূর্বে একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কারণেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁর ধারণা। অভিযুক্ত মানিক দাস পেশায় নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গাঁজা চাষের সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ রয়েছে। হামলার পর আহত অবস্থায় প্রভাত ঘোষকে দ্রুত বক্সনগর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান বক্সনগর প্রেস ক্লাবের অন্যান্য কর্তব্যরত সাংবাদিকরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। পাশাপাশি হাসপাতালে উপস্থিত হন এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনও। তিনি তার খোঁজ খবর নেন এবং আহত সাংবাদিকের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চার বছরেও ঘরে পৌঁছায়নি জল, কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ নোনাছড়া এডিসি ভিলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুঙ্গিয়াকামী, ২ এপ্রিল: প্রায় চার বছর অতিক্রম করলেও এখনো বাস্তবে ঘরে ঘরে পৌঁছায়নি চার ফোটাও পানীয় জল। অভিযোগ উঠেছে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়িত 'অটল জল জীবন মিশন' প্রকল্প নিয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের অধীনে এলাকায় জলের প্লান্ট স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিস্তৃত পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, প্রকল্প চালুর দীর্ঘ সময় পরেও সেই পাইপলাইনে জলও পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, শুরুতে কাজ দ্রুত গতিতে এগোলেও পরে তা থমকে যায়। পাইপলাইন বসানো হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। ফলে আজও এলাকার মানুষকে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের জন্য ভরসা করতে হচ্ছে দূরের কুয়া, পাহাড় চুসাজল বা অন্য বিকল্প উৎসের উপর। এতে যেমন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে, তেমনই স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে বলে মত স্থানীয়দের।

এই প্রেক্ষাপটে এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক তথা আইপিএফটি দলের মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বি.এ.সি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা সম্প্রতি এলাকা পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এভাবে বছরের পর বছর অকার্যকর হয়ে পড়ে থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোটি টাকা খরচ করেও যদি সাধারণ মানুষ তার সুফল না পায়, তাহলে তা স্পষ্টতই প্রশাসনিক ব্যর্থতা।"

তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র জল প্রকল্প নয়, এই এলাকার আরও একাধিক সমস্যাও দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, বিদ্যুৎ পরিষেবার অনিয়মিততা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবসব মিলিয়ে এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সুনীল দেববর্মা দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, "অবিলম্বে এই জল প্রকল্প চালু করে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গরমের শুরুতেই ব্যাহত স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবা, ক্ষুব্ধ জনগণের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ এপ্রিল: এক মাস ধরে লো-ভোল্টেজ। ক্ষোভে ফেটে পড়ল কৈলাসহরের পাখিরবাধা এলাকা, দফতর ঘেরাও করে পথ অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ জনতা। তীব্র গরমে নাজেহাল জনজীবন, তার ওপর মাসাধিক কাল ধরে লো-ভোল্টেজের যন্ত্রনা। বারবার জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল কৈলাসহরের পাখিরবাধা এলাকার সাধারণ মানুষের। বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা "সাই কম্পিউটার লিমিটেড"-এর উদাসীনতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন এলাকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে। আজ বিকেলে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে পথ অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ প্রদর্শন। ঘটনা কৈলাসহরের পাখিরবাধা এলাকার। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিগত এক মাস ধরে এলাকায় ভয়াবহ লো-ভোল্টেজ চলছে। যার ফলে সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ডুবে থাকছে ঘরবাড়ি, ব্যাহত হচ্ছে পড়াশোনা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ। অভিযোগের আঙুল উঠেছে কৈলাসহরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীর দাবি একাধিকবার লিখিত এবং মৌখিকভাবে জানানো সত্ত্বেও সংস্থাটি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। লো-ভোল্টেজের কারণে নষ্ট হচ্ছে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম।

বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ হয়নি বাস্তবে। আজ বিকেল বেলা যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন এলাকার পুরুষ ও মহিলারা একত্রিত হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে জমায়েত হন। রাস্তার মাঝখানে বসে শুরু হয় বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তার দুই পাশে আটকে পড়ে অসংখ্য যাত্রীবাহী যানবাহন ও পথচারী, যার ফলে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার। তাঁর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেন। পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসে দীর্ঘক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এখন দেখার বিষয়, এই গণবিক্ষোভের পর সাই কম্পিউটার লিমিটেড কর্তৃপক্ষ ওই এলাকায় স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। না কি আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন পাখিরবাধা এলাকার মানুষ।

ওবিসি ও সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ইস্যুতে প্রচারপত্র ঘিরে চর্চা

আগরতলা, ২ এপ্রিল: আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে ওবিসি ও সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ইস্যু তুলে ধরে একটি প্রচারপত্র এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

প্রচারপত্রে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে বর্তমানে মোট সংরক্ষণের পরিমাণ প্রায় ৫৮ শতাংশ, যার মধ্যে এসসি, এসটি ও অন্যান্য শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট ভাগ রয়েছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্যও সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এতে বলা হয়েছে, ওবিসি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা সংরক্ষণের অভাব রয়েছে, যার ফলে একটি বড় অংশ সংরক্ষণ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 03-04-2026, 01:10